প্রেমময়ী।

জয়দেব রচিত সংস্কৃত গীতগোবিন্দ কাব্যের
বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ।

"যদি হরিস্মরণে সরসংমনো
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলং।
মধুরকোমলকান্তপদাবলীং
শৃনু তদা জয়দেবসরস্বতীং॥"

শ্রীমহাতাপচন্দ্র পাল কর্ত্তৃক
অনুবাদিত।

—•—

মেহেরপুর (নদীয়া) হইতে
শ্রীভবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এস, সি
কর্ত্তৃক প্রকাশিত
সন ১৩২৫ সাল।

[মূল্য আট আনা।

স্মরগরলখণ্ডনং মমশিরসি মণ্ডনং

দেহি পদপল্লবমুদারং।

৬৭ ও ৭০ পৃষ্ঠা।
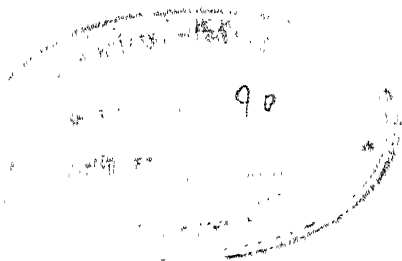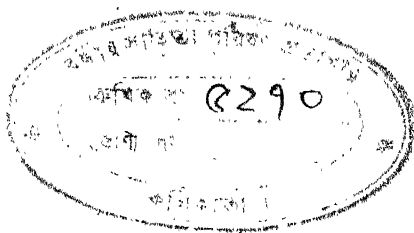
উৎসর্গ।

পরমারাধ্য পরম পূজনীয়

৺শ্রীধর পাল পিতামহ মহাশয়

শ্রীচরণ কমলেষু।

পিতামহ,

আপনি শ্রীভগবানের লীলা বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিতে বড় ভালবাসিতেন। কতদিন দেখিয়াছি আপনি অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত প্রভাসখণ্ড, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের গ্রন্থ অতি নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিতেছেন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ কর্ত্তৃক ৺লক্ষ্মী-জনার্দ্দনের প্রতিষ্ঠা ও আমাদের গৃহে সঞ্চিত রাশীকৃত হস্তলিখিত প্রাচীন সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পুঁথি দেখিয়া আমার মনে হয় যে এ অভ্যাস আমাদের পুরুষপরম্পরাগত।

আমি অতি যত্ন সহকারে পরম ভাগবত জয়দেবের অমৃতময় গীতগোবিন্দ কাব্যের এই পদ্যানুবাদ করিয়াছি।

আজ যদি এই গ্রন্থ আপনার হস্তে অর্পণ করিতে পারিতাম না জানি আপনার কতই আনন্দ হইত। কিন্তু আপনি এখন এই শোকদুঃখময় মরলোক ত্যাগ করিয়া শান্তিময় পরলোকের অধিবাসী হইয়াছেন সুতরাং আমার সে সৌভাগ্য লাভের সম্ভাবনা নাই। আপনার নশ্বর দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইলেও আমার প্রতি আপনার সেই স্নেহের মধুময় স্মৃতি, আমার বিদ্যাশিক্ষার জন্য আপনার ঐকান্তিক যত্নের কথা আমার হৃদয়ে তেমনি ভাবেই জাগরূক আছে। তাই আপনার প্রতি আমার অচলা ভক্তি ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সামান্য নিদর্শন স্বরূপ এই গ্রন্থ আপনার পুণ্যময় স্মৃতিতে উৎসর্গ করিয়া আজ অপার্থিব আনন্দ অনুভব করিতেছি।

আপনার স্নেহের

মহাতাপ।

ভূমিকা।

জয়দেবের গীতগোবিন্দ বৈষ্ণব গ্রন্থমালার মধ্যমণি স্বরূপ। "প্রেমময়ী" সেই সংস্কৃত গীতগোবিন্দ কাব্যের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ। গীতগোবিন্দের বিস্তৃত পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। কারণ জয়দেব কবিকে চিনেন না ও তাঁহার গীতগোবিন্দ কাব্যের নাম শুনেন নাই এরূপ বাঙ্গালি অতি বিরল। কবিবর মাইকেল মধুসূদনের মৃত্যুর পর বঙ্গ মাতার সুসন্তান ভক্তিভাজন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বঙ্গদর্শনে লিখিয়াছিলেন "বাঙ্গালা প্রাচীন দেশ। কিন্তু এই প্রাচীন দেশে, দুই সহস্র বৎসর মধ্যে কবি একা জয়দেব গোস্বামী। শ্রীহর্ষ বাঙ্গালি নহেন, জয়দেব গোস্বামীর পর শ্রীমধুসূদন।" ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে জয়দেব খাঁটি বাঙ্গালি এবং বাঙ্গালার আদি কবি। ন্যূনাধিক আটশত বৎসর অতীত হইল এই ভক্ত কবি বাঙ্গালাদেশের বীরভূম জেলার অন্তর্গত স্বনামখ্যাত অজয়নদের তটস্থিত কেন্দুবিল্ব গ্রামে আবির্ভূত হইয়া বাঙ্গালাদেশ ও বাঙ্গালি জাতিকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন। অজয়ের বন্যার ন্যায় তিনিও একদিন বঙ্গে হরিপ্রেমের বন্যা আনয়ন করিয়াছিলেন। কিম্বদন্তী আছে যে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য ভক্তাধীন ভগবান জয়দেবের রূপ ধারণ করিয়া আসিয়া এই গীতগোবিন্দ কাব্যের একটি শ্লোকের অসম্পূর্ণ চরণ (দেহি পদ পল্লব মুদারং) স্বয়ং পূরণ করিয়া দিয়াছিলেন এবং তদুপলক্ষে

পতিপরায়ণা জয়দেব পত্নী ভাগ্যবতী পদ্মাবতীর হস্তের রন্ধন ভোজন করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। বাল্যে অনেক প্রাচীন প্রাচীনার মুখে উক্ত কিম্বদন্তী মূলক একটি গীত শুনিয়াছি। গীতটি এখন সম্পূর্ণ স্মরণ নাই আর সেই প্রাচীন প্রাচীনারাও এখন ইহ সংসারে নাই। উক্ত গীতের দুই একটি অসংলগ্ন চরণ যাহা স্মরণ আছে পাঠক পাঠিকার অবগতির জন্য এইস্থানে উদ্ধৃত করিলাম—

"গড় করি গো মেয়ের পায়,
জয়দেব ঠাকুর মাগের পাতের প্রসাদ খায়।"

ভক্ত চুড়ামণি জয়দেবের সৌভাগ্যের সীমা ছিল না। কেন্দুবিল্ব হইতে গঙ্গা দূরে প্রবাহিত হইলেও নিষ্ঠাবান জয়দেব প্রতিদিন গঙ্গা স্নানার্থ যাইতেন। পতিতপাবনী জাহ্নবী হরিভক্তের দুঃখ দেখিয়া অজয়ে উজান বহিয়া কদম্বখণ্ডির ঘাটে চতুর্ভুজামূর্ত্তিতে তাঁহাকে দর্শন দিয়া চরিতার্থ করিয়াছিলেন। উক্ত অলৌকিক ঘটনার ও ভক্ত কবির স্মৃতি রক্ষার্থ প্রতিবৎসর পৌষ সংক্রান্তির দিনে তাঁহার জন্মস্থান কেন্দুবিল্বগ্রামে কদম্বখণ্ডির ঘাটে এক বিরাট মেলার সমাবেশ হয়। নানাস্থান হইতে বহুসাধু সন্ন্যাসী ও বৈষ্ণবগণ তথায় সমবেত হইয়া ভক্ত কবির মাহাত্ম্য গান করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন।

আটশত বৎসরে বাঙ্গালাদেশের ও বাঙ্গালি জাতির বহুল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় বাঙ্গালির মনের ভাব এবং রুচির পরিবর্ত্তন হইলেও

জয়দেবের মধুর ভাবে আজিও বাঙ্গালা বিভোর। কবিবর মাইকেল মধুসূদন জয়দেব সম্বন্ধে লিখিয়াগিয়াছেন—

"মাধবের রব, কবি! ও তব বদনে,
কে আছে ভারতে ভক্ত নাহি ভাবে মনে।"

সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা আজিও জয়দেবের সেই সুরসাল কাব্য ভক্তিভরে পাঠ করেন এবং বাঙ্গালার সংগীতজ্ঞ ব্যক্তিরা অতি যত্ন সহকারে তাঁহার মধুর গীতাবলী গান করিয়া থাকেন। সত্যই গীতগোবিন্দ কাব্য জগতের কোহিনূর। কি ভাষা, কি ভাব, কি শব্দ-যোজনা, কি পদলালিত্যে গীতগোবিন্দ অতুলনীয়। এমন কি সভ্যতাভিমানী পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও গীতগেবিন্দের গুণে মুগ্ধ হইয়া ইহার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। মহাত্মা সার এডউইন আরনল্ড সাহেব ইংরাজী পদ্যে গীতগোবিন্দের অনুবাদ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছেন। তাহা হইলেই বুঝুন গীতগোবিন্দ কাব্য জগতের কোহিনূর কিনা। গ্রন্থমধ্যে এবং গ্রন্থশেষে জয়দেব স্বয়ং শ্লাঘা করিয়া যে বলিয়াছেন যে এই কাব্য কামিনী হইতেও মোহিনী, সুধা হইতেও সুমধুর, স্বর্গেতেও দুর্লভ এবং এই কাব্য যতদিন জগতে শৃঙ্গারসারস্বত ভাব বিতরণ করিবে ততদিন হে মধু তোমাতে মধুরতা নাই, শর্করা তুমি কঙ্কর হইয়াছ, দ্রাক্ষা তোমাকে আর কে দেখিবে, অমৃত তুমি মরিয়াছ, ক্ষীর তুমি নীরসম হইয়াছ, সহকার তুমি ক্রন্দন কর, কান্তাধর তুমি রসাতলে যাও,

তাহা অত্যুক্তি বলিয়া বোধ হয় না। জয়দেবের ভাবের নদীতে কিছুকালের জন্য ভাটা পড়িলেও সম্প্রতি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভক্ত কবির লীলাময় জীবনী নাটকাকারে গ্রথিত করিয়াছেন। কলিকাতার প্রসিদ্ধ রঙ্গালয় সমূহে এই নাটক সোৎসাহে অভিনীত হইতেছে এবং বহু বঙ্গনরনারী আগ্রহ সহকারে সেই অভিনয় দর্শন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতেছেন। যখন দেশে আবার জয়দেবের সেই মধুর ভাবের বান ডাকিয়াছে তখন এসময়ে তাঁহার সেই চিরনূতন ও চিরমধুর গীতগোবিন্দ কাব্যের একটী বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ প্রকাশ অপ্রাসঙ্গিক হইবেনা ভাবিয়া আমি এই দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি।

গীতগোবিন্দ পাঠ করিলে সাধারণ পাঠক পাঠিকার মনে হইতে পারে যে ইহা একখানি আদিরস ঘটিত কাব্য মাত্র। কিন্তু কাব্য বুঝিতে হইলে কবির উদ্দেশ্য বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত। কারণ কবিকে না বুঝিলে তাঁহার কাব্য বুঝা যায় না। সাধক শ্রেষ্ঠ রাম প্রসাদ অভাবগ্রস্থ সংসারীর দুঃখেরকাহিনীর ভাষাতেই তাঁহার উপাস্যদেবীর কাছে প্রাণের ব্যাকুলতা জানাইয়াছেন। জগজ্জননীর নিকট অর্থ ভিক্ষা চাহিয়াছেন। কিন্তু সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন যে প্রসাদ অসার পার্থিব অর্থের প্রয়াসী ছিলেন না। তিনি ইষ্টদেবীর নিকট পরমার্থই ভিক্ষা চাহিয়াছেন। আমাদের জয়দেব পণ্ডিত ও পরম ভাগবত ছিলেন। যিনি যৌবনে বিষয় ও বিলাসবাসনা বিসর্জ্জন দিয়া বৈরাগ্যব্রত

অবলম্বন করিয়া ছিলেন তিনি যে সামান্য ব্যক্তির ন্যায় জনসমাজে কবি বলিয়া পরিচিত হইবার আশায় এই কাব্য রচনা করিতে বসিয়াছিলেন ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। তবে কি উদ্দেশ্যে তিনি গীতগোবিন্দের রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন? নরনারীর হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির উদ্দীপন করাই তাঁহার এ কাব্য রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য। তাই তিনি যে ভাবে সংসারী নরনারী বিভোর, যাহাতে তাহাদের মন সর্ব্বাপেক্ষা দ্রব হয়, সেই মধুর ভাবের আশ্রয় লইয়া গীতগোবিন্দ কাব্য রচনা করিয়াছেন। কেননা প্রথমে যাহা প্রণয়াস্পদের প্রতি চিত্তচাঞ্চল্য, তাহাই পরিণামে সেই পরম পুরুষের প্রতি প্রগাঢ় প্রেমে পরিণত হইতে পারিবে। তাঁহার কাব্যের নায়িকা রাধা মূর্ত্তিমতী প্রেম। প্রেমের এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পূর্ণমূর্ত্তি বোধ হয় আর কোন কবি কোন ভাষায় অঙ্কিত করিতে সক্ষম হন নাই। প্রেমাস্পদের জন্য রাধা একেবারে উন্মত্তা, আত্মহারা। দাশরথি রায়ের নিম্নোদ্ধৃত গীতটিতে রাধার প্রেমোন্মত্ততা অতি সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। রাধা তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমের প্রধান অন্তরায় ননদিনি কুটিলাকে স্পষ্টই বলিতেছেন—

"ননদিনি বলো নগরে, ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী
কৃষ্ণ কলঙ্ক সাগরে।
কাজকি গোকুল, কাজকি গোকুল,
আমিতো সঁপেছি গোকুল
সেই অকুল কাণ্ডারীর করে।"

রাধা কৃষ্ণপ্রেমে এমনি বিভোর যে তাঁর আর লজ্জার ভয়, কুল ত্যাগের ভয়, কলঙ্কের ভয় কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ নাই। সেই বাঞ্ছিত প্রেমাস্পদের জন্য তিনি সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিতেও প্রস্তুত। আর কাব্যের নায়ক স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণরূপী ভগবান। ভক্তের প্রীতি সাধনের জন্য তিনিও একান্ত ব্যস্ত। ভক্তেব মনোরঞ্জনের জন্য তিনি সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় প্রণয়িনীর সর্ব্বপ্রকার লাঞ্ছনা তিরস্কার সহ্য করিতে প্রস্তুত। জয়দেবের রাধা শ্যামের বাঁশরী শুনিলেই "ডেকেছেন প্রিয়তম কে রহিবে ঘরে" বলিয়া শ্যাম দরশনে ছুটিতেন; কোন বাধা বিপত্তিই তাঁহাকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিত না। আবার যার জন্য এত ব্যাকুলতা সেই বাঞ্ছিত ধনকে অপরের সহিত রঙ্গরসে মত্ত দেখিয়াও তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিতে পারিতেন না; তাঁহার জন্য রাধার প্রাণ কাঁদিত। আর সেই ভক্তাধীনও ভক্তের আকুল প্রার্থনায় স্থির হইয়া থাকিতে পারিতেন না। অমনি রাধা রাধা বলিয়া ছুটিয়া আসিতেন। উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে এই ব্যাকুলতার বিনিময় যে কি মধুর তাহা অনুভব করা ভিন্ন বুঝান যায় না। স্বেচ্ছাচারী পতির অত্যাচারে উৎপীড়িতা সাধ্বী পত্নী হৃদয়হীন পতির সকল দোষ ভুলিয়া যখন তাহাকে সৎপথে আনিবার জন্য কাতর ভাবে বিনয় করে, ব্যাকুল ভাবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে "ঠাকুর আমার স্বামীকে সুমতি দাও, আমার পতিকে পাপপথ হইতে ফিরাইয়া আন," সহৃদয় পাঠক! একবার ভাবুন দেখি সে ভাবে কত

মধুরতা আছে। আবার যখন সেই পাষণ্ড পতি পতি-প্রাণার প্রেম জাহ্নবীতে বিগত পাপ ধৌত করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে তাহার প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ হয় সে দৃশ্যও কত মনোহর, কত হৃদয়স্পর্শী। যদি ইহজীবনের সুখ দুঃখের নিয়ন্তা পার্থিব পতির জন্য পত্নীর প্রাণ এত ব্যাকুল, প্রেমাস্পদের জন্য প্রণয়িণীর চিত্ত এত অধীর হয়, তাহা হইলে ইহ পরকালের সুখ দুঃখের নিয়ন্তা সেই পরম পুরুষের কৃপাকণিকা লাভ করিতে হইলে ভক্তের প্রাণে কতদূর ব্যাকুলতার প্রয়োজন হে পাঠকপাঠিকাগণ একবার ভাবুন দেখি। আমাদের জয়দেবের রাধিকা আদর্শ প্রেমিকা। তাঁহার প্রেম আবিলতা শূন্য, সুগভীর ও সরল। তাই ব্রহ্মাণ্ডপতি গোপিকার প্রেমে আবদ্ধ ব্রজের রাখাল। রাধার প্রেমের ন্যায় বিশুদ্ধ প্রেম না হইলেত সেই নির্ব্বিকারকে বিচলিত করিতে পারা যায় না। তাই অনেক ভাবনা চিন্তার পর মীরা বলিয়া গিয়াছেন "বিনা প্রেম্‌সে না মিলে নন্দলালা।" অর্থাৎ প্রেম ভিন্ন সেই শ্রীনন্দ-নন্দনকে লাভ করা যায় না। কেননা প্রেমের বন্ধন একত্রে যেমন মধুর আবার তেমনি সুদৃঢ়। পরম ভাগবত বৈষ্ণবগণও সেইজন্য বলিয়া গিয়াছেন যে ভক্ত নায়িকা আর ভগবান নায়ক, যদি এই মধুর ভাবে সেই বিশ্বপতির আরাধনা করিতে পারা যায়, তাহা হইলে সেই পরমধনকে যত সহজে লাভ করিবার সম্ভাবনা, অন্য প্রকার ভজনায় সেরূপ সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম।

আমাদের জয়দেব গোস্বামী যে উপায়ে নর নারীর

হৃদয়ে ভগবৎ প্রেমের উদ্দীপন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন তাহার দৃষ্টান্তও এদেশে বিরল নহে। ভক্ত বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের জীবনী পাঠ করিলেই পাঠক পাঠিকা দেখিবেন যে সেই চরিত্রহীন যুবক বিল্বমঙ্গল তাঁহার রক্ষিতা বার বণিতা চিন্তামণির চিন্তা করিতে করিতে কিরূপে পরিণামে সেই জগৎচিন্তামণির সাক্ষাৎ লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ভক্ত কবি তুলসী দাস যৌবনে অতিশয় স্ত্রৈণ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী একদিন পিত্রালয়ে যাইতেছেন। পত্নীর অদর্শনে কাতর যুবক গৃহে থাকিতে না পারিয়া পাল্‌কীর সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতে আরম্ভ করিলেন। পত্নী পতির ঈদৃশ আচরণে রমণীসুলভ লজ্জায় স্বামীকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন যে আমার প্রতি তোমার যেরূপ চিত্তের একাগ্রতা যদি ভগবানের প্রতি ঐরূপ একাগ্রতা থাকিত, তাহা হইলে সেই পরমধনকে লাভ করিতে পারিতে। স্ত্রীর অনুযোগে স্বামীর মন ফিরিল, তাই আমরা ভক্ত, ভাবুক, কবি তুলসী দাসকে পাইলাম। অতএব জয়দেব যে উপায়ে নর-নারীর হৃদয়ে ভগবৎ প্রেমের উদ্দীপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন তাহা নিন্দনীয় কিরূপে বলা যাইতে পারে। কারণ কামের নিবৃত্তি না হইলেত প্রেমের সঞ্চার হয় না। ভাগবত ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর নিকট একখানি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া সমাদৃত। ভাগবতে শ্রীভগবানের যে ব্রজলীলার বর্ণনা আছে জয়দেব গোস্বামী তাহার উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়াই তাঁহার গীতগোবিন্দ কাব্য রচনা করিয়াছেন।

ভাগবতে যাহা সংক্ষিপ্ত সূত্র মাত্র গীতগোবিন্দে তাহারই বিকাশ। ভাগবতের সেই শ্রেষ্ঠা ও শ্রীভগবানের প্রিয়তমা গোপীই গীতগোবিন্দের রাধা। কথিত আছে যে রাজা জন্মেজয় কলিকলুষ নাশার্থ মুনিগণের উপদেশে শুকদেব গোস্বামীর নিকট ভাগবত কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। ইহা যদি সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে ভগবানের যে লীলা কথা রাজা জন্মেজয়ের মোক্ষলাভের সেতু হইয়াছিল তাহা যে বর্ত্তমান সময়ে নর-নারীর হৃদয়ে কুভাবের উদ্রেক করিবে এরূপ কল্পনাও ভাগবত বৈষ্ণবগণের পক্ষে মর্ম্মান্তিক। তবে শিশু যে মাতৃস্তন হইতে সুধাস্বাদ দুগ্ধ পান করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করে, জলৌকা সেই সুধাধার স্তন হইতেই বিকৃত স্বাদ শোণিত বাহির করে। এ বৈষম্য জগতে চিরন্তন।

দুগ্ধ মানবের একটি উপকারী ও উপাদেয় খাদ্য। কিন্তু স্বাস্থ্য ও রুচি ভেদে কেহ তাহা ধারোষ্ণ কেহবা অগ্নিতে উষ্ণ করিয়া পান করেন। আবার কেহ দুগ্ধ হইতে ক্ষীর, ছানা, দধি, মাখন প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া ভোজন করিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ দুগ্ধের জলীয় ও অপর অংশ গুলি বর্জ্জন করিয়া তাহার সার অংশ ঘৃত ভোজন করিয়া তৃপ্ত হন। কিন্তু যিনিই দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত যে কোন দ্রব্য পান বা ভোজন করুন, প্রকারান্তরে তাঁহার দুগ্ধ পান করা হয় এবং তজ্জনিত উপকারিতাও লাভ হয়। সেইরূপ ভগবানকে যিনি যে ভাবেই ভজনা করুন বা যে নামেই ডাকুন তাহাতে কিছু

যায় আসে না এবং তাহা ব্যর্থ হয় না। কারণ ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন বাহ্যভাবে ভুলেন না। অন্তর্যামী তিনি জীবের অন্তরের ভাব জানিয়া তাঁহার ন্যায় বিচারে যাহা উপযুক্ত মনে করেন সেইরূপ ফল প্রদান করেন। সৃষ্টির প্রথম হইতে সভ্যতা ও জ্ঞানালোক দীপ্ত বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিই সেই পরম পুরুষের দর্শন লাভের একটি নির্দ্দিষ্ট পন্থা আবিষ্কার করিতে সক্ষম হন নাই। হইলে পৃথিবীতে এত ভাবের বিভিন্নতা ও ধর্ম্ম বিদ্বেষ থাকিত না। বোধ হয় ভগবান জীবের চক্ষু হইতে এ মোহ আবরণ অপসারিত করিতে প্রস্তুত নহেন। কাজেই কেহ তাঁহাকে পিতা, কেহ মাতা, কেহ পুত্র, কেহ সুহৃদ সখা, আবার কেহ বা পতিভাবে ভাবিয়া তৃপ্তি লাভ করেন। ভগবান জীবকে ভাবের স্বাধীনতা দিয়াছেন তাই মানুষ নিজের যে ভাবটি মধুর লাগে সেই ভাবে তাঁহাকে ভাবনা করে। আমাদের জয়দেব গোস্বামীর যে ভাবটি মধুর লাগিয়াছিল, তিনি সেই ভাবনার ধনকে যে ভাবে ভাবিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। সসীমবুদ্ধি ক্ষুদ্র মানব সেই অসীম অনন্ত পুরুষকে কখনই ভাবনার আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইবে না। সেই ভাবাতীত চিরদিনই মানবের ভাবনার ধন হইয়া থাকিবেন। আর মানব তাহার সীমাবদ্ধ জ্ঞান লইয়া তাঁহাকে ভাবিয়াই সুখী হইবে। পরম ভাবুক রামপ্রসাদ তাঁহার অভিষ্ট দেবীর অনুসন্ধানে যেন বিফল মনোরথ হইয়াই প্রথমে গাহিয়া-

ছিলেন "কে জানে মন কালী কেমন, ষড় দর্শনে না পায় দরশন"। পরে যখন বুঝিলেন যে তাঁহার সন্ধান লাভ যদিও সহজ নহে তত্রাচ তাঁহার চিন্তাতেও সুখ আছে তখন আবার গাহিলেন "চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি"। আবার একজন ভাবুক গাহিলেন "মুক্তি ভিক্ষা চাইনে হরি, আমি আসিব যাইব, হাসিব কাঁদিব, হব সেবা অধিকারী"। সেই ভগবানের ভাবনা করিতে গিয়া কাঁদিয়াও যেন কতসুখ। তাই মানুষ চিরদিন তাঁহাকে ভাবিবে। কারণ তিনি মানবের দুর্লভ ধন। দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী লাভের স্পৃহা চিরকালই প্রবল। যাঁহারা গঙ্গার তীর হইতে দূরে বাস করেন তাঁহাদের মন সেই পূতসলিলা প্রবাহিনীর দর্শন ও স্পর্শন লাভের জন্য যেরূপ ব্যগ্র, গঙ্গাতীরবাসীর প্রাণে কি সে ব্যাকুলতা আছে? সুদূর প্রবাসে বসিয়া প্রিয়জনের চিন্তাতেও যেন কত মধুরতা আছে। অতএব আমরা ভগবানের লীলা কথার আলোচনা করিতে বসিয়া বৃথা ভাব তর্কে প্রবৃত্ত হইব না। "সজ্জনাঃ গুণমিচ্ছন্তি দোষমিচ্ছন্তি পামরাঃ" এই মহৎ বাক্যের অনুসরণ করিয়া আমরা জয়দেবের ভাবকে সুভাবেই গ্রহণ করিব। তাঁহার গ্রন্থের প্রতিপাদ্য যখন সেই পরম-পুরুষ তখন আমাদের এরূপ ভাবিতে আপত্তিই বা কি? মানবহৃদয়ে এইরূপ ভাবের বিভিন্নতা দেখিয়াই বোধ হয় ভগবান গীতাতে অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

যে মোরে যে ভাবে ভজে সেই ভাবে পায়।
যে যা করে এ সংসারে আমা ছাড়া নয়॥

এইত ভাবতর্কের উত্তম মীমাংসা হইয়া গেল। ইহার পরও যদি কেহ জয়দেবের ভাবের বিরোধী থাকেন, তাহা হইলে প্রার্থনা করি শ্রীভগবানের কৃপায় তাঁহাদের মনের কালিমা বিদূরিত হউক। কিন্তু 'কবে তোমায় ল'য়ে সঙ্গোপনে বস্‌ব আমি হৃদয়স্বামী" প্রভৃতি বর্ত্তমান সময়ের রচিত গীতগুলি পাঠ করিলে পাঠক পাঠিকাগণ দেখিতে পাইবেন যে আধুনিক মার্জ্জিতরুচি ভাবুক ও উপাসক দিগের মধ্যেও পরমেশ্বরকে পতিভাবে ভজনা বা উপাসনা করিবার পদ্ধতি প্রচলিত আছে।

হরিপরায়ণ জয়দেব তাঁহার গীতগোবিন্দ কাব্যে সেই ভগবৎ প্রেমের কথাই অতি সুন্দর ও সুললিত ছন্দে গ্রথিত করিয়াগিয়াছেন। এহেন সুধাময় গীতগোবিন্দ পাঠে কাহার না ইচ্ছা। কিন্তু সংস্কৃত ভাষা না জানায় অনেকে সে সাধ পূর্ণ করিতে পারেন না। যাঁহারা সংস্কৃতে অভিজ্ঞ তাঁহারা মূল সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠে গীতগোবিন্দের মধুরতা আস্বাদন করিয়াছেন বা করিবেন। কিন্তু যাঁহাদের সংস্কৃতে অধিকার নাই তাঁহারা কি এই অমৃতোপম গীতগোবিন্দের মধুর রসাস্বাদনে বঞ্চিত থাকিবেন? ধনী প্রচুর খাঁটি দুগ্ধে পায়সান্ন প্রস্তুত করিয়া রসনার তৃপ্তি সাধন করেন। যে দরিদ্র সে জলে অল্প পরিমাণ দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়াও তাহাতে পায়স প্রস্তুত করিয়া খাইয়া পায়সান্ন ভোজনের স্পৃহা নিবারিত করে। আমি ক্ষুদ্র

ব্যক্তি, পণ্ডিতও নহি কবিও নহি। সুতরাং আমার এ জলো দুধের পায়স! যাঁহাদের আমার মত প্রকৃত পায়সান্ন আস্বাদনের সঙ্গতি নাই তাঁহাদের জন্যই এ জলো দুধের পায়স প্রস্তুত করিয়াছি।

গীতগোবিন্দের ন্যায় কাব্য ভাষান্তরিত করিতে যাওয়াও নিষ্ঠুরের কার্য্য। কারণ মূলের সৌন্দর্য্য রক্ষা করিয়া অনুবাদ করা পণ্ডিতের পক্ষেও দুঃসাধ্য। আমার পক্ষেত ধৃষ্টতা মাত্র। তত্রাচ লোভ সম্বরণ করিতে পারি নাই। ভাববহুল সংস্কৃত ভাষাকে ভাষান্তরিত করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। সংস্কৃতে যত অল্প কথায় অধিক মনের ভাব প্রকাশ করা যায়, এমন বুঝি অপর কোন ভাষায় পারা যায় না। আমি গীতগোবিন্দের যে কয়েক খানি সংস্করণ দেখিয়াছি তাহাতে সম্পাদক মহাশয়েরা বাঙ্গালা গদ্যানুবাদ দিয়াছেন। গীতগোবিন্দের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ আছে কিনা জানিনা। অন্ততঃ আমি নিজে কোন পদ্যানুবাদ দেখি নাই। কিন্তু গদ্য অপেক্ষা পদ্য যে অধিক মধুর ও হৃদয়গ্রাহী ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকাব করেন। কবিতার মোহিনী শক্তি সম্বন্ধে বাণীর বরপুত্র মাইকেল মধুসূদন স্বয়ং বলিয়া গিয়াছেন—

"দুর্ম্মতি সে জন, যার মন নাহি মজে
কবিতা অমৃতরসে।"

তাই পাঠক পাঠিকার মনোজ্ঞ হইবে ভাবিয়া আমার এ ক্ষুদ্র উদ্যম। আমি এই অনুবাদে মূলের ভাষা আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতদূর সম্ভব, ব্যবহার করিতে

প্রয়াস পাইয়াছি। কিন্তু সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে পদ-বিন্যাসের প্রথা স্বতন্ত্র বলিয়া সকল স্থানে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। তবে সাধ্যমত টীকাকারের প্রদত্ত ভাবের অনুবাদ না করিয়া মূল শ্লোক গুলির অনুবাদ করিতেই চেষ্টা করিয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি পণ্ডিতেরা বিচার করিবেন। কবিতার চরণ মিলাইবার জন্য অবান্তর ভাবের অযথা প্রয়োগ না করিতেও সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছি। পরিশেষে নিবেদন এই যে যদি এই অনুবাদ পাঠ করিয়া বঙ্গীয় পাঠক পাঠিকার মধ্যে কেহ গীতগোবিন্দের অমৃত রসের কণামাত্রও আস্বাদনে সমর্থ হন ও সেই সঙ্গে ভগবৎ প্রেমানন্দলাভে সক্ষম হন তাহা হইলেই আমার শ্রম সফল হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমি পণ্ডিতও নহি কবিও নহি! আবার বলিতেছি আমি সঙ্গীতজ্ঞও নহি। সেজন্য যে সমস্ত শ্লোকগুলিতে সুরতাল সংযুক্ত আছে আমি সে শ্লোকগুলিকে সঙ্গীতের উপযোগী করিয়া অনুবাদ করিতে প্রয়াস পাই নাই। অন্যান্য শ্লোকের ন্যায় সরল ভাবেই অনুবাদ করিয়াছি। তবে আমার কোন প্রবীণ, বিজ্ঞ ও সঙ্গীত রসজ্ঞ বন্ধু আমায় আশা দিয়াছেন যে আমার অনুবাদিত পদের কতকগুলি কীর্ত্তনের সুরে গীত হইতে পারিবে যে হেতু আমি এই অনুবাদে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পদকর্ত্তা দিগের প্রবর্ত্তিত ছন্দেরই অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমার পাঠক পাঠিকাগণের মধ্যে যাঁহারা সঙ্গীতজ্ঞ বা যাঁহাদের সঙ্গীতে রুচি আছে তাঁহারা যদি সুর সংযোগে

আমার অনুবাদিত কোন পদ গান করিয়া আনন্দানুভব করেন তাহা হইলে আমারও আনন্দের সীমা থাকিবেনা।

সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ পাঠক পাঠিকারা পাঠ করিবেন বলিয়া এবং পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধিভয়ে মূল সংস্কৃত শ্লোক গুলি এই অনুবাদের সহিত সন্নিবেশিত করি নাই।

এক্ষণে এই অনুবাদ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। প্রায় আট নয় মাস পূর্ব্বে আমাদের গৃহে প্রাপ্ত একখানি অতি জীর্ণ পুস্তক ও তৎসংযুক্ত বালবোধিনী টীকা অবলম্বনে সাবকাশ কালে এই অনুবাদ করিয়াছিলাম। কিন্তু অনুবাদ কোন যোগ্যতর পণ্ডিত ব্যক্তি দ্বারা সংশোধিত করিয়া লইবার সুযোগ ঘটে নাই বলিয়া আমি ইহা ছাপাইতে মনোযোগ করি নাই। পরে আমার একটি কনিষ্ঠ ভ্রাতার ও কয়েকটি সুহৃদের একান্ত আগ্রহে পুস্তক ছাপাইতে কত ব্যয় হইতে পারে জানিবার জন্য পাণ্ডুলিপিটি কোন পরিচিত ব্যক্তির দ্বারা একটি মুদ্রাযন্ত্রের অধ্যক্ষের নিকট পাঠাইয়া দি। দুর্ভাগ্যবশতঃ উক্ত মুদ্রাযন্ত্র হইতে কোন দুষ্টবুদ্ধি ব্যক্তি পাণ্ডুলিপিখানি অপহরণ করে। শ্রীভগবানের কৃপায় অনেক অনুসন্ধানের পর পাণ্ডুলিপির পুনরুদ্ধার হয়। এই ঘটনার পর আমার মনে হয় যে অনুবাদটি প্রকাশিত হয় ইহাই শ্রীভগবানের ইচ্ছা। এই বিশ্বাসে ভুমিকাটি লিখিয়া একদিন সুযোগ ঘটিলে "ভারতবর্ষ" পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক আমার হিতৈষী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়কে পাণ্ডুলিপিখানি দেখাইলে তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক

ভূমিকাটি ও অনুবাদের অনেক অংশ পাঠ করিয়া ছাপাইতে উৎসাহ দান করেন। উক্ত সেন মহাশয়ের উৎসাহে এবং শ্রীভগবানের কৃপায় শত বাধা অতিক্রম করিয়া এই অনুবাদ এতদিনে সাধারণে প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম। বালবোধিনী টীকাকার পূজ্যপাদ পূজারি গোস্বামী মহাশয় তাঁহার টীকার শেষে প্রার্থনা করিয়াছেন যে শিশুর অসংবদ্ধ অর্থহীন বাক্যেও পিতা যেরূপ প্রীতিলাভ করেন আমার এই জল্পনাতেও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেইরূপ প্রীতিলাভ করুন। আমিও উক্ত মহাজনের পদানুসরণ করিয়া শ্রীভগবানের নিকট ভক্তি-ভরে প্রার্থনা করি যে আমার এই অনুবাদ ভ্রমপ্রমাদ-শূন্য ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হইলেও ইহাতে শ্রীভগবানের লীলা-কথা আলোচিত হইয়াছে বলিয়া ইহা যেন বঙ্গীয় পাঠক পাঠিকার প্রীতি উৎপাদনে সমর্থ হয়। আমি অতি ক্ষুদ্র এবং একার্য্যের অনুপযুক্ত হইলেও ভগবানের নাম লইতে কাহারও নিষেধ নাই এই জ্ঞানে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইয়াছি। ভাগবত বৈষ্ণবগণের নিকট আমার সবিনয় নিবেদন এই যে তাঁহারা যেন স্বীয় উদারতা-গুণে আমার সকল ত্রুটি ও সকল অপরাধ মার্জ্জনা করেন।

উপসংহারে এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কন বিষয়ে যে সকল সহৃদয় বন্ধুগণ আমায় সাহায্য প্রদান করিয়াছেন তাঁহাদের সকলের নিকট আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

মেহেরপুর, নদীয়া।
৩০শে বৈশাখ ১৩২৫ সাল। } বিনয়াবনত অনুবাদক।
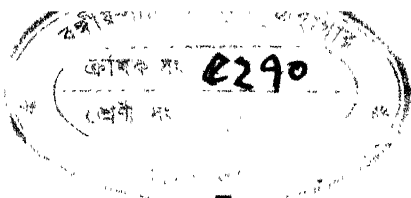
প্রেমময়ী।

সূচনা।

নিবিড় নীরদে আচ্ছন্ন অম্বর,
ভীত রাধে ননীচোরা।
শ্যামল তমালে আঁধার কানন,
লয়ে যাও গৃহে ত্বরা॥
নন্দাদেশ পেয়ে ননীচোরে লয়ে
পশি রাধা কুঞ্জবনে।
যমুনা পুলিনে বিহরে গোপনে,
গাও জয় ভক্তগণে॥

মাধব চরিত চিত্রিত মানস,
রাধা পদে যার আশ।
সুললিত ছন্দে এ লীলা প্রবন্ধে
রচে জয়দেব দাস॥
যদি শ্রীহরি স্মরণে চাও ভক্তজনে
সরস করিতে চিত।
যদি থাকে অভিলাষ শ্রীহরি বিলাস
হইবারে অবগত॥
তবে শুনহ যতনে যত ভক্তগণে
করি চিত অবহিত।
মধুর কোমল কান্ত পদাবলী
জয়দেব বিরচিত॥
বাক্য বিন্যাসেতে শুধুই তৎপর
ধর কবি উমাপতি।
দুরূহ কাব্যের দ্রুত রচনায়
শরণ নিপুণ অতি॥
ধোয়ী শ্রুতিধর, শৃঙ্গার রসেতে
গোবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠতর।
প্রসাদ গুণের বর্ণনায় নাই
জয়দেব সম আর॥

দশাবতার স্তোত্র।

প্রলয়ে যখন হইল মগন
অবনী অতল নীরে।
হয়ে মৎস্য তরি ধর বেদ চারি,
জয় জগদীশ হরে॥

কূর্ম্ম অবতারে ধরা পৃষ্ঠে ধ'রে
ব্রণ চিহ্ন পৃষ্ঠোপরে।
অনন্ত আকার প্রচারে তোমার,
জয় জগদীশ হরে॥

বরাহাবতারে দশন শিখরে
ধরেছিলে ধরিত্রীরে।
সে শোভা দেখিতে, কলঙ্ক চাঁদেতে,
জয় জগদীশ হরে॥

সরোরুহ শিরে ভ্রমর বিদরে,
তব কমল নখরে।
হিরণ্য কশিপু তনুভৃঙ্গ দীর্ণ,
জয় জগদীশ হরে॥

যে চরণ নীরে তারিলে সংসারে,
পুনঃ বামনাবতারে।
সে পদ বিস্তারে ছলিলে বলিরে,
জয় জগদীশ হরে॥
হয়ে ভৃগুপতি সুদুর্দ্ধর্ষ অতি,
তুমি ক্ষত্রিয় রুধিরে।
ধৌত করি পাপ, নাশ ভব তাপ,
জয় জগদীশ হরে॥
দশমুখ মৌলি ছেদি দিব্য বলি
দিক্‌পাল দেবতারে।
রাম অবতারে দিলেহে মুরারে,
জয় জগদীশ হরে॥
হেরি তব হল যমুনার জল
ভয়েতে নীলাভা ধরে।
সে নীল অম্বর ধৃত হলধর,
জয় জগদীশ হরে॥
পশুহত্যা হেরে সদয় অন্তরে
তুমি বুদ্ধ অবতারে।
বেদ বিধি যজ্ঞ করিলে হে ভঙ্গ,
জয় জগদীশ হরে॥

ম্লেচ্ছ বধ হেতু, সম ধূমকেতু
করাল কৃপাণ করে।
কল্কি অবতার হবে পুনর্ব্বার,
জয় জগদীশ হরে ॥
দশ অবতার স্তব ভবসার
সুখদ শুভদোদারে।
ভণে জয়দেব, শুনহে মাধব,
জয় জগদীশ হরে ॥

মীনরূপে তুমি কৈলে বেদোদ্ধার,
কূর্ম্মরূপে বহ ধরণীর ভার,
উত্তোলিতে মহী বরাহ আকার,
নরসিংহ রূপে দৈত্য বিদার।
বলিরে ছলিতে হইলে বামন,
ভৃগুরাম রূপ ক্ষত্রিয় নাশন,
রাবণে বধিতে কৌশল্যা নন্দন,
বলরাম রূপে হল ধারণ।
কৃপা পারাবার বুদ্ধ অবতার,
কল্কিরূপে ম্লেচ্ছে করিবে সংহার,
জগতের হিতে তব অবতার;
নমামি তোমারে বিশ্ব-আধার।

মঙ্গল গীতি।

কমলার কুচোপরে যে জন বিহার করে,
বনমালা শোভে গলে যাঁর।
যাঁর চারু শ্রুতিমূলে রতন কুণ্ডল দোলে,
গাও জয় সকলে তাঁহার॥
দিনমণি যাঁর ভাসে বিশ্বেতে বিভা বিকাশে,
ভবভয় ঘুচে নামে যাঁর।
মুনি-মন-সর-হংস, অবনীতে অবতংস,
গাও জয় সকলে তাঁহার॥
কালিয় নাগ গঞ্জন, গোকুল জন রঞ্জন,
যদু কুলোৎপল দিবাকর।
মধু দৈত্য বিনাশন, নরক মুর নাশন,
গাও জয় সকলে তাঁহার॥
কমলদল লোচন, ভব বন্ধন মোচন,
ত্রিলোকের যিনি মূলাধার।
খগপতি বাহন, সুরকেলি নিদান,
গাও জয় সকলে তাঁহার॥

জনক সুতা ভূষণ, বিজয়ী খর দুষণ,
দশানন হত হস্তে যাঁর।
অভিনব জলধর সম নেত্রানন্দকর,
গাও জয় সকলে তাঁহার ॥
সাগর মন্থন কালে ধরিলেন অবহেলে
যিনি করে ভুধর মন্দার।
লক্ষ্মীমুখ চন্দ্র সুধা পানে যেই নাশে ক্ষুধা,
গাও জয় সকলে তাঁহার ॥
প্রণত আমরা সবে তব চরণ রাজীবে,
কর প্রভু কল্যাণ বিধান।
জয়দেব ভক্তিমতি রচে এ মঙ্গল গীতি,
কর তারে প্রেমানন্দ দান ॥
পদ্মাপ্রেম আলিঙ্গনে কুচ লেপিত কুঙ্কুমে
অঙ্কিত যে বক্ষ মাধবের।
কামখেদ স্বেদাপ্লুত, হৃদিরাগ প্রকটিত,
বাসনা পূরাক তোমাদের ॥
সৌদামিনী গর্ভজাত, শ্রীব্রজ সুন্দর সুত,
নিবারিতে ভবব্যাধি তাপ।
স্মরি সেই শ্রীগোবিন্দ, মধুর গীতগোবিন্দ
অনুবাদ করে মহাতাপ ॥

ফুরায় ভবের বেলা, তাই প্রভু তবলীলা
আলোচনে এ দীনের আশ।
এ চিত্ত মোহেতে অন্ধ, ঘুচাও মনের সন্দ,
হৃদি মাঝে হও সুপ্রকাশ॥
বন্দি জয়দেব পদ, কর দেব আশীর্ব্বাদ
এ দীনের মানস পূরণে।
পড়িয়া আমার ছন্দ, বঙ্গ যেন পায় আনন্দ,
আশীর্ব্বাদ কর ভক্তজনে॥

গীত।

বিভাস—ঝাঁপতাল।

কতদিনে হে দীনবন্ধু, করিবে দীনে করুণা,
হৃদয় মাঝে উদয় হবে, ঘুচাবে মনবেদনা।
পর উপাসনা, বিষয় বাসনা, ঘুচাবে ছার কামনা,
প্রাণের হাহাকার, যাবে হে আমার, করিয়া তব সাধনা
কবে দিবে পদছায়া, যাবে মোহমায়া,
তোমা ভিন্ন জান্‌ব না,
আমি প্রেমানন্দে গ'লে, হরি হরি ব'লে
ভুলিব ভব যন্ত্রণা।

প্রথম সর্গ।

একদিন মধুমাসে, মাধব মিলন আশে,
কমলিনী কন্দর্প-কাতরা।
ব্যাকুলে গোকুলরাজে খুঁজিছেন বনমাঝে,
বিষাদিনী বিরহবিধুরা॥
বাসন্তী-কুসুম-আভা জিনি যাঁর অঙ্গশোভা,
ম্লান আজি মাধব বিরহে।
হেন কালে এক সখি চিন্তাকুলা তাঁরে দেখি
সানুরাগে সম্বোধিয়া কহে॥
মলয় সমীরে দুলিছে সখিরে
ললিত লবঙ্গ লতা।
বঁধুর পরশে যেন সে হরষে
কহিছে প্রাণের কথা॥
অলি গুঞ্জরিছে, পিক কুহরিছে,
শুন লো নিকুঞ্জ বনে।
সখিরে সকল যেন হলাহল
ঢালিছে বিরহি প্রাণে॥

সরস বসন্ত, বিরহি দুরন্ত,
নিঠুর নাগর তোর।
ভুলিয়া রাধারে, লয়ে যুবতীরে
রয়েছে বিলাসে ভোর॥
দেখ আঁখি মেলে মত্ত অলিকুলে
বকুলে আকুল করে।
প্রোষিত ভর্ত্তৃকা বিলাপে কাতরে
উন্মদ মদন জ্বরে॥
তমালের ডালে নবীন পল্লব
ছাড়ে মৃগমদ বাস।
কন্দর্প নখর পলাশ প্রসূন
ফুটেছে যুবক ত্রাস॥
মদন রাজার হেমদণ্ড সম
ফুটেছে কেশর ফুল।
ফুটন্ত পারুলে ভ্রমর বহুলে,
তূণ ব'লে হয় ভুল॥
লজ্জা বিগলিত হেরি প্রাণী যত
সরস বসন্ত কালে।
কৌতুকেতে যেন বাতাবি বিটপী
হাসিতেছে পুষ্প ছলে॥

ভল্ল মুখাকৃতি ফুটেছে কেতকী,
বিকাশিছে দন্ত দিশি।
তার দংশন করে জ্বালাতন
বিরহি মানসে পশি॥
মধুর বসন্তে ফুটে নানাফুল
ছুটে পরিমল সিন্ধু।
মুনি মনোহর বসন্ত সুন্দর
নিঃস্বার্থ তরুণ বন্ধু॥
এ মধু সময়ে, যুবতীরে লয়ে
পবিত্র যমুনানীরে।
নিকুঞ্জ কাননে, পুলকিত মনে
মাধব বিহার করে॥
আলিঙ্গন ভরে বেড়ি সহকারে
উল্লাসে মাধবী হাসে।
শুধু বৃন্দাবনে রাধা কান্ত বিনে
নয়ন সলিলে ভাসে॥
শৃঙ্গারোদ্দীপন বাসন্তী বর্ণন
হরিপদ স্মৃতি সার।
শোভা অতুলিত, জয়দেব কৃত
রাধা মদন বিকার॥

মন্মথ বান্ধব মলয় পবন
মল্লিকা সৌরভ হ'রে।
কেতকী পরাগে মাতায়ে কানন
বিরহিরে দগ্ধ করে ॥
মলয় অচলে চন্দন তরুর
কোটরে ভুজঙ্গ শ্বাসে।
সন্তপ্ত সমীর ধায় হিমালয়ে
স্নিগ্ধ হইবার আশে ॥
রসাল মুকুলে নেহারি কোকিলে
মনের হরষে অই।
তুলি কুহু তান সুমধুর গান
গাইছে শুনলো সই ॥
ফুটন্ত মুকুল গন্ধে অলিকুল
দোলায় আম্রের ঝারা।
দেখিয়া উল্লাসে গাইছে কোকিল,
পথিকের কর্ণ জ্বরা ॥
বিরহী পথিক ধ্যানেতে ক্ষণিক
প্রিয়া সমাগম সুখ।
লভি কোনরূপে বিরহ সন্তাপে
নিবারে মনের দুখ ॥

দর্শনে শ্রবণে, রাধার বয়ানে
উদ্দীপিত ভাব দেখি।
দেখাতে কালারে লইয়া রাধারে
গমন করিল সখী॥
ছাখ্‌লো কিশোরি, কহে সহচরী,
রসিক নাগর তোর।
নারীকুঞ্জ মাঝে বিলাসে বিরাজে
পরশ হরষে ভোর॥
চন্দন চর্চ্চিত নীল কলেবর
পীতবাস বনমালী।
বিলাসে বিভোরা লয়ে গোপদারা
করিতেছে সুখে কেলি॥
চঞ্চল কুণ্ডলে ও গণ্ড যুগলে
পড়িয়া রতন আভা।
সুমধুর হাস্যে হের চারু আস্যে
হয়েছে কতই শোভা॥
পয়োধর ভারে পীড়িয়া হরিরে
করি গাঢ় আলিঙ্গন।
দেখ অনুরাগে তুলি পঞ্চরাগে
গাইতেছে কোনজন॥

মদন বিহ্বলা কোন গোপবালা
হারাইয়া বাহ্যজ্ঞান।
বিলোল লোচন, মনোজ বদন,
করিতেছে দেখ ধ্যান ॥

কোন নিতম্বিনী শ্রবণ কুহরে
কথা বলিবার ছলে।
পরশি বদন, জাগায়ে মদন,
যেন বা চুম্বিছে ভুলে ॥
বিলাস মগনা কোন গোপাঙ্গনা
কৃষ্ণে পেয়ে নিরজনে।
সরমে ভুলিয়ে, মরমে মরিয়ে,
বসন ধরিয়ে টানে ॥
নাগরের সাথে নাচিতে নাচিতে
কেহ দেয় করতালি।
বলয় শিঞ্জনে মিশে বংশীস্বনে,
বাখানিছে বনমালী ॥
কারে বা চুম্বন, কারে আলিঙ্গন,
কটাক্ষ কাহারে করে।
যেবা সে ভামিনী হয়েছে মানিনী
অনুনয়ে তোষে তারে ॥

নীলোৎপল-দল অধিক শ্যামল,
মধুমুগ্ধ বনমালী।
সুকোমল অঙ্গে জাগায়ে অনঙ্গে
গোপীজন মনাকুলি॥
বাঞ্ছা অতিরিক্ত রসদানে সিক্ত,
বর ব্রজনারী মিলি।
যেনগো শৃঙ্গার হয়ে মূর্তিমান
করিতেছে সুখে কেলি॥
জয়দেব ভণিত কেশব কেলি গীত
অনুষ্ঠিত শ্রীবৃন্দাবনে।
বিনোদ সুললিত, যশোপ্রদ অদ্ভুত,
মঙ্গল দানে জগজনে॥
রাসোল্লাস বিহ্বলা যতেক আভীর বালা,
বলে রাধা সম্মুখে সবার।
তোমার বদন শশী, কি সুন্দর কালশশি,
সুধারাশি ক্ষরে অনিবার॥
অনুরাগে অন্ধ রাধা না মানি লজ্জার বাধা
করি কৃষ্ণে গাঢ় আলিঙ্গন।
বদন প্রশংসাছলে চুম্বিলা বঁধুর গালে,
গাও জয় প্রেমিক সুজন॥

স্পর্শ সুখে হর্ষ যুত, প্রেমানন্দে পুলকিত,
হাস্যময় শ্রীহরি বয়ান।
অনুরাগ উদ্দীপক, ভবভীতি বিনাশক,
তোমাদের করুক কল্যাণ॥

ইতি "সামোদ দামোদর" নামক প্রথম সর্গ।

গীত।

টোড়ি ভৈরবী—যৎ।

সখি, আমার শ্যামকে কাল বলোনা।
ঐ কালতে জগৎ আলো, ওরূপের নাই তুলনা॥
যেমনি বাঁশী বাজে বনে, ঐ কালরূপ পড়ে মনে,
শুনে বাঁশী ছুটে আসি, প্রাণে ধৈর্য্য মানেনা॥
ননদি কুটিলে কাণা, চিনলে না সে কেলেসোণা,
কালায় হেরতে করে মানা, তত্ত্বকথা বুঝেনা॥
নাড়া বলে চিকণ কাল, যেদিন ধরবে আমায় কাল,
হৃদিকুঞ্জ করো আলো যেন ভুলে থেকনা॥

দ্বিতীয় সর্গ।

সরম ভরম ভুলি কেলি করে বনমালী
গোপীসনে যথা ক্ষুদ্রজন।
ভাবিয়া গৌরব হানি অভিমানে কমলিনী
করিলেন অন্যত্র গমন॥
গুঞ্জরিত অলিপুঞ্জে বসি এক লতাকুঞ্জে,
ঈর্ষানলে দহিছে পরাণ।
বিরলে বিষণ্ণমুখী সখিরে সমীপে ডাকি
মর্ম্মব্যথা তাহারে শুনান॥
ফুৎকারে অধরামৃত হয়ে যার সঞ্চারিত,
বেণুরব মোহন তুলিত।
কটাক্ষ বিক্ষেপে যার সঞ্চালিত হয়ে শির,
কর্ণভূষা কপোলে দুলিত॥
যে সখি শারদ রাসে, মোরে কত উপহাসে,
আজি সেই আমার শ্রীহরি।
মিলি গোপ বধূসনে কেলি করে কুঞ্জবনে,
তবু তারে ভুলিতে না পারি॥

নব জলধর কোলে ইন্দ্রধনু সমুদিলে,
যেই শোভা হয়লো দর্শনে।
অর্দ্ধশশী শিখি পুচ্ছ সুশোভিত কেশগুচ্ছ,
শ্রীহরিরে পড়িতেছে মনে ॥
নিতম্বিনী গোপনারী অধর চুম্বন করি
লুব্ধ মন্মাধর সুধা পানে।
বন্ধুজীব পুষ্প যেন রক্তাধর হাস্যানন,
সে হরিরে পড়িতেছে মনে ॥
পুলকে কোমল করে গোপবধূ সহস্রেরে
বাঁধে যেই গাঢ় আলিঙ্গনে।
কর চরণ উরসে মণি আভা তমনাশে,
সে জনারে ভুলিব কেমনে ॥
চন্দন তিলক ভালে, শশী ঢাকা মেঘজালে,
নিদয় হৃদয় বনমালী।
মোর পীন পয়োধরে আমূল মর্দ্দন করে,
কেমনে সে জনে সই ভুলি ॥
মুনি নর সুরাসুর পরিবার মনোহর,
মণি মকর কুণ্ডল ধারী।
উদার বাঞ্ছাপূরণে, কেন সে পীতবসনে
পড়ে মনে ওলো সহচরি ॥

পুষ্পিত কদম্বমূলে প্রণয় কলহ ভুলে
চঞ্চল সরস আঁখি মেলি।
মোর আশাপথ চেয়ে, থাকিত যে দাঁড়াইয়ে,
কেমনে সে জনে সই ভুলি॥
জয়দেব বিরচিত সুধামাখা সুললিত
এ বর্ণনা মধুরিপু রূপ।
হরিচরণ স্মরণে, বল ওহে ভক্তগণে,
হইয়াছে কিবা অনুরূপ॥
যে করে তোমারে ভুলি গোপবধূ লয়ে কোলি,
অবহেলি প্রেমের বন্ধন।
যে নয় দুখের ভাগী, কেন রাধে তার লাগি
তব মন হয় উচাটন॥
অবোধ আমার মন কৃষ্ণপ্রেমে নিমগন
হইয়াছে এমনি লো সখি।
করিলেও শতদোষ, ভ্রমে নাহি হয় রোষ,
গুণ বিনা দোষ নাহি দেখি॥
ঘোরা নিশিথিনী, মোরে একাকিনী
নিভৃত নিকুঞ্জে হেরে।
উদ্বেগে অধীরা, বিরহে বিধুরা,
হেসেছিল প্রেমভরে॥

মদন বিকার হয়েছিল যার
আমারে প্রমত্তা হেরে।
সে কেশি মথনে দেলো সই এনে,
প্রাণে না ধৈরয ধরে॥
আদি সমাগমে, জড়িতা সরমে
দেখিয়া বিনয় ভাষে।
যেই মোরে তুষি, দেখি মৃদু হাঁসি,
হরিল জঘন বাসে॥
আমার উরসে শুইয়া হরষে
কিশলয় শয্যা'পরে।
চুম্ব দিলে পর চুম্বিলা অধর
এনে দেলো সখি তারে॥
রসালসে আঁখি নিমীলিত দেখি
পুলকিত গণ্ডভাগ।
রতিশ্রম জলে এদেহ ভাসিলে,
বেড়েছিল অনুরাগ॥
কোকিল কুজন করিয়া শ্রবণ
আনন্দে আমার স্বরে।
জিনিয়া মন্মথে, মাতিয়া সুরতে
পরাজিল যেই মোরে॥

আকুল কবরী যে মোর নেহারি
শিথিল কুসুম মালা।
যুগ্ম ঘন স্তন করিল মর্দ্দন,
কোথা সে চিকণকালা॥
আমার চরণে নূপুর নিক্কনে
রতি তৃষা বাড়ে যার।
কটির মেখলা হেরি বিশৃঙ্খলা,
চুম্বে ধরি কেশ ভার॥
রতি অবশেষে, অলস আবেশে
মুদেছিল পদ্ম আঁখি।
আমি রতি কৃষা, তবু তার তৃষা,
এনেদে তাহারে সখি॥
জয়দেব ভণে লীলা নিধুবনে,
বিরহিনী রাধা উক্তি।
ভাগবত জনে প্রেমানন্দ দানে,
এ ভব বন্ধনে মুক্তি॥
কুটিল ভ্রুভঙ্গে, প্রকাশি অপাঙ্গে
মনোভাব ব্রজবালা।
মিলি বৃন্দাবনে গোবিন্দের সনে
সুখে করে রাস লীলা॥

এহেন সময়ে আমারে দেখিয়ে
বিস্ময়ে উদগ্রীব কানু।
অঙ্গ ভাসে ঘামে, হস্ত হতে ভূমে
খসিল বিনোদ বেণু॥
পড়িতেছে মনে সে মনমোহনে,
এনে দেলো সই তারে॥
হিয়ার মাঝারে সেই রূপ হেরে
পরাণ কেমন করে॥
অশোক স্তবক হেরি বাড়ে শোক
পুনঃ কহে শ্রীরাধিকা।
সরসি সলিল শীতল অনিল,
যেনলো অনল শিখা॥
ও চূত মুকুলে চুম্বি অলিকুলে
তুলিছে মধুর তান।
সে গান শ্রবণে কালা অদর্শনে,
আকুল আমার প্রাণ॥
মুখে মৃদু মন্দ হাসি, শিথিল কুন্তল রাশি
বন্ধনে ব্যগ্রতা, আঁখিঠাঁর।
কর্ণ কণ্ডুয়ন ছলে ঊর্দ্ধে তুলে ভুজমূলে
কুচার্দ্ধ বিকাশ গোপিকার॥

মনোভাব প্রকাশক, রতিরাগ উদ্দীপক
ভঙ্গী হেরি, উৎকর্ষ রাধার।
হ'ল যার অনুভব, সেই নবীন কেশব
কল্যাণ করুন সবাকার ॥

গীত।

হাম্বীর মিশ্র—কাওয়ালি।

কানুর বিহনে প্রাণ যায়।
পায়ে ধরি সহচরি এনেদেলো তায় ॥
আমি মরি যার লাগি সেত মোরে নাহি চায়।
তবু এ অবোধ মন কেন তার পিছু ধায় ॥
এ প্রাণের ব্যাকুলতা, সেতগো বুঝেনা হায়।
বুঝিলে কি ওলো সখি আমারে সে ভুলে রয় ॥
হরির আছে কত জন, হরি বিনা প্যারীর নাই।
সে হরি বিমুখ হলে কি হবে লো তার উপায় ॥
নাড়া বলে একি ভ্রান্তি অভেদাত্মা শ্যাম রাই।
যুগলে দেখিব ব'লে বসে আছি সে আশায় ॥

ইতি "অক্লেশ কেশব" নামক দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ ।

হেথায় কংসারি ত্যজি ব্রজনারী
উন্মত্ত রাধার ধ্যানে ।
প্রেমের শৃঙ্খল, দৃঢ় চিরকাল,
মায়া যথা জগজনে ॥
ভ্রমি বনে বনে রাধা অন্বেষণে
পীড়িত অনঙ্গ শরে ।
কালিন্দীর কূলে, অনুতাপে জ্ব'লে,
বসিয়া বিলাপ করে ॥
লয়ে গোপনারী রঙ্গ করি হেরি
গ্যাছে অভিমান বশে ।
আমি অপরাধী, ভয়েতে না সাধি,
হতাদর ভাবি রোষে ॥
কিবা সে করিবে, কতনা দোষিবে
আমারে সখীর কাছে ।
রাধার বিহনে, মোর ধনে জনে
জীবনে কি সুখ আছে ॥

পড়ে মুখ মনে, অরুণ নয়নে
রোষ কুটিল ভ্রূভঙ্গ।
রক্ত শতদলে, মত্ত পরিমলে,
ভ্রমিতেছে যেন ভৃঙ্গ॥
হৃদয় মন্দিরে রাধা যে বিহরে,
কেন তার অন্বেষণে।
করিয়া বিলাপ, বকিয়া প্রলাপ
ফিরি আমি বনে বনে॥
অসূয়ার বশে জ্বলিতেছ রোষে,
বুঝি গো তন্বী রূপসী।
কিন্তু অদর্শনে, বলগো কেমনে
অনুনয়ে আমি তুষি॥
যেন পুরোভাগে তুমিলো সুভগে
করিতেছ গতিবিধি।
তবে কেন মোরে না কর সাদরে
আলিঙ্গন ভুজে বাঁধি॥
ক্ষম মমদোষ, ত্যজ রাই রোষ,
পুনঃ না করিব হেন।
মদন দহনে মরি আমি প্রাণে,
দাও মোরে দরশন॥

কেন্দু বিল্ব পারাবার সমুদ্ভূত শশধর
সবিনয়ে জয়দেব দাসে।
নাশিতে ভবের ব্যথা, হরির বিলাপ গাথা
বিরচিল সুমধুর ভাষে॥
হরভ্রমে হে অনঙ্গ, বিঁধিও না মোর অঙ্গ
নিক্ষেপিয়া কুসুম শায়ক।
নহি আমি গঙ্গাধর, বক্ষে এ মৃণাল হার,
নহে ইহা ভুজঙ্গ নায়ক॥
কণ্ঠেমালা নীলোৎপল, নহে নীল হলাহল,
ভস্ম নহে, দেহে এ চন্দন।
বিনা সেই বিনোদিনী বিরহে দহে পরাণী,
কর স্মর ক্রোধ সম্বরণ॥
শুন ওহে রতিপতি, করিও না এ মিনতি
চূতশরে তুমি হস্তার্পণ।
যদি লয়ে থাক হাতে, যুড়িও না ধনুকেতে,
কি পৌরুষ মূর্চ্ছিতে হনন॥
শুন পুনঃ জগজ্জয়ি, কুরঙ্গ নয়না রাই
বিঁধি হৃদি কটাক্ষ শায়কে।
করিয়াছে জর্জ্জরিত, শুষ্ক নহে সেই ক্ষত,
তুমি আর মেরোনা আমাকে॥

ভ্রূপল্লব শরাসন, অপাঙ্গ ভঙ্গিমা বান,
জ্যা আকর্ণ আঁখির বিস্তার !
এই অস্ত্রে হয় মনে, জিনি কাম ত্রিভুবনে,
প্রত্যর্পিলা রাধারে আবার ॥
ভ্রূচাপে কটাক্ষ বান ব্যথিতেছে মর্ম্মস্থান,
কুটিল কবরী প্রাণনাশে।
হয়েছে উদ্যত হের, পুনঃ তব বিম্বাধর,
ক্রোধভরে মোহিবারে আশে ॥
যে জন স্বভাব দুষ্ট বাঞ্ছা করে পরানিষ্ট,
নাই রাধে কষ্ট তাহে তত।
সুশীল স্তন মণ্ডল, কেন প্রিয়ে বল বল,
মারিবারে হয়েছে উদ্যত ॥
আমিত একান্ত মনে মগ্ন হয়ে রাধা ধ্যানে,
স্পার্শসুখ অনুভব করি।
শুনি তার বাক্য মিঠি, তরল শীতল দিঠি
হেরি বিম্ব অধর মাধুরী ॥
বদন অম্বুজ বাসে প্রফুল্ল করে মানসে,
তবু কেন কে জানে আমার।
সে রাধার অদর্শনে, বসি তার প্রিয়স্থানে
বাড়িতেছে বিরহ বিকার ॥

বাজায়ে বিনোদবেণু গোপীমন মোহি কানু,
অলক্ষ্যেতে লক্ষ গোপিনীর।
রাধার বদন ইন্দু নিরখিলা প্রেমসিন্ধু
বিক্ষেপিয়া কটাক্ষ অধীর॥
সে কালা ত্রিভঙ্গ বাঁকা, শিরে শোভে শিখিপাখা,
সে কটাক্ষে করি অবেক্ষণ।
উদ্ধার করুন সবে প্রণয়ীরে প্রেমার্ণবে,
মহাতাপ করে আকিঞ্চন॥

গীত।

কীর্ত্তনের সুর।

কোথা প্রেমময়ী রাই।
যাহার লাগিয়ে, গোলক ত্যজিয়ে
গোকুলে চরাই গাই॥
হেরিতে সে রাধা, ব'য়ে নন্দ বাধা,
গাভী লয়ে গোঠে যাই।
গাভী উপলক্ষ, রাধা মোর লক্ষ্য,
রাধা বিনে প্রাণ যায়॥
গোচারণ ভুলে, কদম্বের মূলে
দাঁড়াইয়ে পথ চাই।

কবে বাঁশী শুনে, আসিবে কাননে
আমার প্রাণের রাই ॥
ধেনু অন্বেষণে, মিছে ফিরি বনে,
মনে মনে খুঁজি তায়।
নূপুরের ধ্বনি শুনিলে অমনি
আকুলে ব্যাকুলে চাই ॥
সখা সাথী ফেলে, আমি কতছলে,
কালিন্দীর কুলে যাই।
লইবারে বারি আসিলে সে প্যারী,
যদিগো দেখিতে পাই ॥
কাজ কি এ প্রাণে, সেই রাধা বিনে
হৃদয় আঁধারময়।
যমুনা জীবনে ত্যজিব জীবনে,
রাধারে যদিনা পাই ॥
নাড়া বলে রঙ্গ ত্যজহে ত্রিভঙ্গ,
ভঙ্গী হেরে মরে যাই।
ছাড়ি নাগরালি, বাজাও মুরলী,
আসিবে তোমার রাই ॥

ইতি "মুগ্ধ মধুসূদন" নামক তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ ।

যমুনার তীরে নিকুঞ্জ ভিতরে
মলিন নলিন আঁখি ।
উদ্বেগে উতলা, রাধা প্রেমে ভোলা,
কহে আসি রাধা সখী ॥
তোমার বিরহে, শুনহে বঁধুহে,
বিধুরা হয়েছে রাই ।
মনসিজ বানে মরে বুঝি প্রাণে,
জানাতে এসেছি তাই ॥
নিন্দিছে চন্দনে, চাঁদের কিরণে
হয়েছে তাহার রিষ ।
মলয় সমীরে পরশে শিহরে,
ভাবিছে যেন সে বিষ ॥
অবিরল ধারে মদনের শরে
বিঁধিছে মরমস্থলে ।
পাছে তব গায়ে লাগে সেই ভয়ে
ঢাকিছে কমলদলে ॥

তোমার বিহনে কুসুম শয়নে
যেন শরশয্যা প্রায়।
পাইতে তোমারে যেন ব্রত করে
কামশর শয্যা রাই॥
রাহুর গরাসে যেমতি বরষে
বিধু হতে সুধাধার।
ভাসায়ে বয়ানে কমল নয়ানে
ঝরিছে আসার তার॥
মৃগমদ দিয়া গোপনে আঁকিয়া
তব মূর্ত্তি রাধা সতী।
চরণে মকর, নব চূত শর
করে দিয়া করে নতি॥
করিয়া প্রণাম কহে অবিরাম
চরণে প্রণতা আমি।
সোম সুধা নিধি দহিবে এ হৃদি,
বিমুখ হইলে তুমি॥
কভু যোগধ্যানে তব দরশনে
আনন্দে অধীরা রাই।
পুনঃ হারাইয়ে আকুল কাঁদিয়ে,
বিলাপে উন্মত্ত প্রায়॥

নাচাতে আনন্দে চাও যদি হৃদে,
জয়দেব কৃত সার।
কৃষ্ণ শোকে কৃশা রাধা সখী ভাষা
পাঠকর বার বার ॥
বাগুরা বন্দিনী যথা কুরঙ্গিণী
শঙ্কিতা শার্দ্দূল ডরে।
দাবানল হেরে আতঙ্কে শিহরে,
রাধাও তেমতি করে।
ভবন বিজন, শার্দ্দূল মদন,
সখীগণ যেন জাল।
তোমার বিহনে রাধা ভাবে মনে
শ্বাস বায়ু দাবানল ॥
অঙ্গে নাই বল, বিরহ প্রবল,
কৃশ অতি তনু তার।
বক্ষ শোভা হার হইয়াছে ভার,
বহিতে পারেনা আর ॥
সরস মসৃণ মলয় চন্দন
বিষবৎ সেই হেরে।
নিশ্বাস পবন কাম হুতাশন,
শরীর দাহন করে ॥

বিচ্ছিন্ন মৃণাল ফুল্ল শতদল

সম দুটি তার আঁখি !

দিশি দিশি ফিরি তোমারে না হেরি

অশ্রু ভরে ম্লান দেখি ॥

পল্লব শয়নে ভ্রমে ভাবে মনে

অনল শয়ন সম ।

ন্যস্ত হস্ত তলে পাণ্ডুর কপোলে

সান্ধ্য শশী হয় ভ্রম ॥

বিরহে মরণ করি নির্দ্ধারণ

হরিনাম জপে রাই ।

যদি অন্তকালে তব নাম নিলে

পরকালে দেখা পায় ॥

জয়দেব কৃত গীত সুললিত

গাও যত হরি দাস ।

মহাতাপ বলে এড়াবে তাহ'লে

এ ভব বন্ধন ফাঁস ॥

কামজ্বরে বরতনু, শুনহে নিদয় কানু,

দহিতেছে নিয়ত রাধার ।

কভু কাঁদে, কভু হাসে, কভু মগ্ন ভাবাবেশে,

হইয়াছে বিরহ বিকার ॥

শীৎকারে, চীৎকারে, প্রলাপে বিলাপ করে,
ভূমে পড়ে উঠে পুনর্ব্বার !
কখন মেলিছে আঁখি, কভু নিমীলিত দেখি,
বাঁচিবার আশা নাই আর ॥
শুন ওহে রসরাজ, তুমি বিজ্ঞ কবিরাজ,
ঔষধিতে কর প্রতিকার।
এ ব্যাধি বড় বিষম, নাই হয় উপশম,
প্রলেপাদি দিলে উপচার ॥
দেব বৈদ্য হতে গুণী, হে ভিষক চিন্তামণি,
ত্বরা চল বিআধি সঙ্গিন।
দিয়ে অঙ্গস্পর্শ সুধা, যদি না বাঁচাও রাধা,
বজ্র হতে তুমি হে কঠিন ॥
চন্দন চন্দ্রমা পদ্ম, তাপ নাশ করে সদ্য,
বৈদ্য কহে ভৈষজ্য বিদ্যায় !
আশ্চর্য্য কন্দর্প জ্বরে রাধা সে সহিতে নারে,
স্মরণে পরাণে ব্যথা পায় ॥
কমলাদি স্নিগ্ধতর শ্যাম তব কলেবর,
তবু রাধা একান্তে ধেয়ায়।
তব আশাপথ চেয়ে, দেহে ক্ষীণ প্রাণ লয়ে
বেঁচে আছে চলহে ত্বরায় ॥

ক্ষণমাত্র অদর্শনে ধৈর্য্য না ধরিত প্রাণে,
পলকে প্রলয় হ'ত যার।
হেরি পুষ্প সহকারে, এ দীর্ঘ বিরহ ভারে
আশ্চর্য্য যে আছে প্রাণ তার॥
বাসবের দর্পনাশে, যাঁর বাহু অনায়াসে
উত্তোলিয়া গিরি গোবর্দ্ধন।
নাশিল নন্দের ভয়, রক্ষিল গোধন চয়,
বাদলে ব্যাকুল ব্রজজন॥
বল্লব বল্লভাগণে আনন্দে কৃতজ্ঞ মনে
চুম্ব দিতে অধরেতে যাঁর।
সিঁথির সিন্দূর লাগে, দর্পিত সে ভুজযুগে
বিঘ্ননাশ করুক সবার॥

গীত।

কীর্ত্তনের সুর।

একবার চল ওহে বঁধু! মরে তব রাই।
বিরহ শিশিরে, সোণার কমল
বুঝিবা শুকায়ে যায়॥

তার ফুরায়েছে আয়ু, ক্ষীণ প্রাণ বায়ু,
উঠিতে শকতি নাই।
এই শেষ দেখা, শুন ওহে বাঁকা,
লইতে এসেছি তাই ॥
হরি হরি ব'লে, কাঁদিছে আকুলে,
ভূতলে লুটায়ে হায়।
যদি অন্তকালে, তব নাম নিলে,
পরকালে দেখা পায় ॥
রাজার নন্দিনী, আজি অনাথিনী,
পড়িয়া প্রেমের দায়।
তুমি রাসরসে, সুখে আছ ব'সে,
পুরুষের দয়া নাই ॥
আমি দেখাব বলিয়ে, তারে আশা দিয়ে,
এসেছি হে রসময়।
চল হে ত্রিভঙ্গ, আশা হলে ভঙ্গ,
হুতাশে মরিবে রাই ॥
মহাতাপ ভণে, ভেবনা ললনে, বাঁচিবে তোমার রাই।
ওনাম লইলে, ওরূপ হেরিলে, রহেনা শমন ভয় ॥

ইতি "স্নিগ্ধ-মধুসূদন" নামক চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চম সর্গ।

এইখানে আমি রহিলাম, তুমি
যাও রাধা আছে যেথা।
তুষি অনুনয়ে সঙ্গেতে লইয়ে
আনলো তাহারে হেথা ॥
মাধবের বাণী শুনিয়া সে ধনি
ধাইল রাধার পাশে।
জানায়ে পীরিতি করিয়ে মিনতি
রাধারে সে সখী ভাষে ॥
জাগায়ে মদন মলয় পবন
ফুটায় ফুলের কলি।
তা দেখি সখিহে, তোমার বিরহে
খেদ করে বনমালী ॥
মদনে বিহ্বল, বিলাপে কেবল,
মূর্চ্ছা যায় হেরি চাঁদে।
ভ্রমর গুঞ্জনে হস্তে ঢাকি কাণে
সারা নিশি বসি কাঁদে ॥

বিলাস ভবন ত্যজিয়া সে জন
কানন করেছে সার।
ভূমিতে লুটায়ে তব নাম লয়ে
বিলাপিছে বহুবার॥
জয়দেব বিরচিত হরির বিরহ গীত
গান কিম্বা করিয়া শ্রবণ।
যে করেছে পুণ্যার্জ্জন, হৃদে তার ভক্তধন
আবির্ভূত হৌন নারায়ণ॥
পূর্ব্বে যে নিকুঞ্জে ব'সে সখি তব সহবাসে
মাধবের মানস সফল।
মদনের মহাতীর্থে, জপি নাম মহামন্ত্রে
তবরূপ ধেয়ান কেবল॥
তব রতি সুখ আশে, মদনমোহন বেশে
অভিসারে এসেছে শ্রীহরি।
চল ওলো নিতম্বিনি, উদ্বিগ্ন আছেন তিনি,
মিছে রাধে করিও না দেরী॥
তপন তনয়া তীরে, বায়ূ বহে যথা ধীরে,
আছে ব'সে বনে বনমালী।
পয়োধর তব পীন করিবারে মর্দ্দন
চঞ্চল যুগল করশালী॥

শুন রাধে স্থির চিতে, বাজাইছে সে সঙ্কেতে
রাধা নামে সাধা তার বেণু।
তব অঙ্গস্পৃষ্টা নিলে চালিত হতেছে ব'লে
বাখানিছে ভাগ্যবান রেণু॥
ভূমেতে পড়িলে পত্র, নড়িলে বৃক্ষে পতত্র,
আসে রাধা ভাবি শ্যাম মনে।
রচিয়া পল্লব শয্যা, করিয়া বাসর সজ্জা,
চেয়ে থাকে তব পথ পানে॥
কেলি কালে দেয় বাধা, ত্যজলো নুপুর রাধা,
অঙ্গ ঢাক ও নীল বসনে।
আবৃত তিমির পুঞ্জে, চল সখি ত্বরা কুঞ্জে,
গৌরাঙ্গ না দেখে কোন জনে॥
জলদে বলাকা পাঁতি, শোভে হার গজমতি
মাধবের যেই বক্ষঃস্থলে।
সেই বক্ষে পুণ্য ফলে, শোভিবে লো রতিকালে
সৌদামিনী নবঘন কোলে॥
অয়ি পঙ্কজ নয়নে, নব পল্লব শয়নে
খুলে ফেলো জঘন পিধান।
মেখলা ফেলিও খুলে, আবরণ শূন্য হ'লে
নিধি হয় আনন্দ নিধান॥

নিশি হয় অবসান, ত্যজ রাই অভিমান,
শুন ওলো আমারি বচন।
উদ্বিগ্ন আছেন হরি, চল প্যারি ত্বরা করি
বেশ ভূষা করিয়া রচন॥
জয়দেব হরিদাসে যাঁর প্রেম লীলা রসে
কমনীয় করিল বর্ণন।
উদার সে শ্রীগবিন্দে, ভক্তিভরে প্রেমানন্দে
নমস্কার কর ভক্তজন॥
আমারে সে ভালবাসে, এখনি আসিবে পাশে,
ইহা বলি রচিয়া শয়ন।
অন্য পথে কুঞ্জমাঝে, ভাবি রাধা পশিয়াছে,
চারিদিকে করে অন্বেষণ॥
মচ্চিত্ত পরীক্ষা ছলে আছে বুঝি অন্তরালে,
ব্যাকুলে ঢুঁড়য়ে চারিধার।
শুন ওলো বিধুমুখি, কোথা না তোমারে দেখি
শোকে কানু কাঁদে অনিবার॥
এখনো এলোনা প্রিয়ে, পথ পানে চেয়ে চেয়ে
বিলম্বেতে হইয়া হতাশ।
মদন কদন ক্লান্ত রাধে তব প্রাণকান্ত
মুহুর্মুহু ফেলে দীর্ঘশ্বাস॥

তব ভাব বিপরীত হেরি সূর্য্য অস্তগত,
মনোরথ গাঢ় তমসনে!
কোকার করুণ স্বরে সাধিতেছি এত ক'রে,
অভিসারে চল শুভক্ষণে॥
যবে ঘন অন্ধকারে বিদগ্ধ বঁধুয়া তোরে
প্রেমভরে করি আলিঙ্গন।
চুম্বিয়া বদন সুধা মিটাইবে রতি ক্ষুধা,
কি আনন্দ পাইবে তখন॥
পাছে কেহ দেখে ভয়ে, পথ পানে চেয়ে চেয়ে,
উঠি বসি তরুতলে ধীরে।
অনঙ্গ তরঙ্গ ভঙ্গে ভেটিবে যবে ত্রিভঙ্গে,
ভাসিবে সে প্রেমানন্দ নীরে॥
রাধা মুখ পদ্ম অলি, ত্রিলোকের মৌলি স্থলী,
বৃন্দাবন যোগ্য নীলমণি।
হরিতে ধরার ভার, অবনীতে অবতার
যুগে যুগে হইলেন যিনি॥
প্রদোষ প্রমদা প্রিয়, সম ব্রজনারী প্রিয়,
কংসে ধ্বংস করিল যে জন!
সে শ্যাম সর্ব্ব বিপদে রাখুন রাজীব পদে
তোমাদের দেবকী নন্দন॥

ইতি "সাকাঙ্ক্ষ পুণ্ডরীকাক্ষ" নামক পঞ্চম সর্গ।

ষষ্ঠ সর্গ।

তব অনুরক্তা, চলিতে অশক্তা,
পʼড়ে রাই লতা বাসে।
একেত অবলা, ব্যাধিতে দুর্ব্বলা,
নিশ্চিন্তে রয়েছ বʼসে॥
হইয়া তন্ময় চারিদিকে চায়
বিরহে ব্যাকুলা রাধা।
কখন আসিবে বঁধুয়া তুষিবে
দিবে সে অধর সুধা॥
মিলন রভসে উঠিয়া উল্লাসে
যেমন চলিতে চায়।
অঙ্গে নাই বল, হয়েছে দুর্ব্বল,
ভূমেতে পড়িয়া যায়॥
মৃণালের মালা, কিশলয় বালা
পরিয়া সে চারু অঙ্গে।
আশাপথ চেয়ে আছে সে বাঁচিয়ে
মিলিতে তোমার সঙ্গে॥

তোমার সমান বেশ পরিধান
করিয়া ধরিয়া বেণু।
ভাবিতেছে ধনি যেন সে আপনি
নন্দের নন্দন কানু ॥
ছুটিলে সে নেশা, করে সে জিজ্ঞাসা
আবেশে অবশা প্যারী।
কেন অভিসারে, এলনা সখিরে,
আমার প্রাণের হরি ॥
কৃষ্ণ মনে ক'রে ঘন অন্ধকারে
চুম্ব আলিঙ্গন করে।
তোমারে না হেরি লাজ পরিহরি
বিলাপে আবেগ ভরে ॥
কানু পরিবাদ এ সখি সংবাদ
সুললিত এই পদ।
জয়দেব ভণে রসিকের প্রাণে
হউক আনন্দপ্রদ ॥
রস পারাবারে রাই ডুবে মরে
অনঙ্গ তরঙ্গ গ্রাসে।
শুন ধূর্ত্ত বঁধু, ভয়ে কুলবধূ
ধ্যানকাষ্ঠ ধরি ভাসে ॥

কভু বঁধু আসে ভাবিয়া হরষে
অধীরা প্রেম বিকারে।
না হেরি তোমারে গুরু দুঃখ ভারে
কাঁদয়ে করুণ স্বরে॥
আসে চিতচোর উল্লাসে বিভোর
অঙ্গে পরে আভরণ।
তব অনাগমে মরিয়া মরমে
পুনঃ করে উন্মোচন॥
পত্র মর মরি শুনিয়া কিশোরী
ভাবি আসিছেন হরি।
রচিয়া শয়নে, উৎসুক নয়নে
পথ পানে চাহে প্যারী॥
তব আশে ধনি সারাটি রজনী
তোলা পাড়া করে হায়।
চাহি পথ পানে কত ভাবে মনে,
তবু না যামিনী যায়॥
কৃষ্ণ ভোগী বাসস্থলে কেন এ ভাণ্ডীর তলে
বিশ্রাম করিছ পান্থ ভাই।
অদূরে উৎসব ময় দেখা যায় নন্দালয়,
কেন নাহি যাওহে তথায়॥

সায়াহ্নে আগত পান্থ মুখে শুনি এবৃত্তান্ত,
প্রেয়সী প্রেরিত দূত জানি।
নন্দেরে গোপন করি, পান্থে প্রশংসিলা হরি,
জয় যুক্ত হৌক সেই বাণী ॥

গীত।

বেহাগ—যৎ।

কেন শ্যাম না এল।
এত যত্নে গাঁথা বনফুল হার
সখিরে আমার শুকায়ে গেল ॥
যার লাগি বসি জাগি সারা নিশি,
কোথা লুকাইল সেই কাল শশী ;
আমি বিরহিনী, এ মধু যামিনী,
মোর সুখ সাধে ধনি কে বাদ সাধিল ॥
নাড়া বলে রাধে হ'ওনা উতলা,
এখনি নিকুঞ্জে আস্‌বে তোমার কালা,
যাবে বিনোদিনি বিরহের জ্বালা,
কষ্ট বিনা কৃষ্ট মিলে কি বল ॥

ইতি "ধৃষ্ট বৈকুণ্ঠ" নামক ষষ্ঠ সর্গ।

সপ্তম সর্গ।

সখি মুখে রাধা কান্ত শুনিয়া সব বৃত্তান্ত
রাধা পাশে যাইতে উদ্যত
হেন কালে পূর্ব্ব দিশি উদয় হইল শশী
বৃন্দাবন করি আলোকিত ॥
শোভে সে সুন্দর ইন্দু, যেন চন্দনের বিন্দু
ধৌত অঙ্গা অঙ্গনা ললাটে।
ধরিয়া কলঙ্ক শিরে, কুলটার পাপাচারে
অঙ্গে যথা দুষ্ট ক্ষত ফুটে ॥
গগনে উদিল শশী, নাহি এল কাল শশী,
বিফলে বহিয়া গেল নিশি।
অনিষ্ট আশঙ্কা ক'রে কাঁদে রাই উচ্চৈঃ স্বরে
নেত্রনীরে বক্ষ যায় ভাসি ॥
করিল বঞ্চিত মোরে সখি যত,
নিকুঞ্জে না এল শ্যাম।
যাহার লাগিয়ে যামিনী জাগিয়ে,
সে হরি আমারে বাম ॥

এরূপ নির্ম্মল, যৌবন বিফল,
মরণ মঙ্গল মোর।
সহিয়া বিরহে কি কাজ এদেহে
বিনা সেই মন চোর॥
আমি বিরহিণী, এ মধু যামিনী
পাগলিনী করে মোরে।
সুকৃত কারিণী যেবা সে কামিনী
হরি সহ কেলি করে॥
যাহার আশায়, পরিনু বলয়,
অঙ্গেতে ভূষণ মণি।
বিনা সে মুরারি অঙ্গেতে আমারি
দংশিছে যেন গো ফণী॥
ভূষণে কা কথা, দিতেছে গো ব্যথা
কণ্ঠের কুসুম হারু।
কুসুম হইতে কোমল দেহেতে
যেন গো অনঙ্গ শর॥
আমি এ ভীষণে বেতসের বনে
ব'সে আছি যার ধ্যানে।
সে কালা নিদয় রয়েছে কোথায়
ভ্রমে না ভাবিছে মনে॥

কাম কলাবতী যুবতী যেমতি
শোভে যুবজন হৃদে।
হরি পদাশ্রিত জয় দেব কৃত
ভারতী ভকত হৃদে॥
তবে কিগো কান্ত হয়ে পথ ভ্রান্ত
আঁধারে ঘুরিছে বনে।
কিম্বা ভুলি মোরে গেল অভিসারে
অপরা কামিনী সনে॥
অথবা সে খেলে মিলে বন্ধুদলে,
এলনা সঙ্কেত স্থলে।
কিম্বা মোর দশা স্মরিয়া বিবশা
ধীরে ধীরে পথ চলে॥
ফিরে এল সখী একাকিনী দেখি
বিষাদেতে মৌন মুখী।
ভাবি মত্ত হরি লয়ে অন্য নারী,
কহিছে সখীরে ডাকি॥
কেবা সে রমণী, কহলো সজনি,
গুণবতী আমাচেয়ে।
বাঁধি প্রেম পাশে মদন বিলাসে
রয়েছে বঁধুরে লয়ে॥

রচিয়াছে কেশ, রতিরণ বেশ
ধরিয়াছে সেই ধনি।
ভুলাতে নাগরে, বেড়ি পুষ্পহারে
এলায়ে দিয়াছে বেণী ॥
আলিঙ্গন ভরে মদন বিকারে
রোমাঞ্চিত কলেবর।
সুন্দর কপোলে শোভিছে কুণ্ডল,
কুচোপরে রত্নহার ॥
মুখ সুধা পানে মিলিত নয়নে
আবেশে অবশা ধনি।
ঘন পরিরম্ভে নিবিড় নিতম্বে
উঠিছে মেখলা ধ্বনি ॥
হেরি প্রাণনাথে, কভু সে লজ্জাতে
ঢাকিছে বদন বাসে।
ভাসি রতি রসে, অর্দ্ধ স্ফুট ভাষে,
কভু বা মধুর হাসে ॥
কভু রোমাঞ্চিত, কভুবা কম্পিত,
অনঙ্গ তরঙ্গে ভাসে।
ঘন ঘন শ্বাসে, মৃদু মন্দ হাসে,
মদনাবেশ প্রকাশে ॥

রতিরণ ধীরা স্বেদাক্ত শরীরা
পতিতা প্রিয় উরসে।
জয়দেব ভণে এ ক্রীড়া বর্ণনে
কলি কলুষ বিনাশে॥
বিরহী যে জনা পাইল সান্ত্বনা
অস্ত গামী হেরি চাঁদে।
বিরহ পাণ্ডুর বদন কানুর
স্মরিয়া পরাণ কাঁদে॥
যমুনা পুলিনে নিকুঞ্জ কাননে
রমণী রতনে ল'য়ে।
জিনি রতিরণে রয়েছে এক্ষণে
মুরারি বিভোর হ'য়ে॥
মৃগ যথা চাঁদে, আঁকে মুখ চাঁদে
তিলক কস্তুরী রসে।
মনের হরষে অধর পরশে
বদন চুম্বন আশে॥
স্মরমৃগবন সম চারু ঘন
কেশ কুরুবক ফুলে।
বঁধু সাজাইছে, যেন সে শোভিছে
বিজলী বারিদ কোলে॥

নীরদ নিবৃত, শশাঙ্ক শোভিত
সুনীল গগন তলে।
চাঁদিনী যামিনী শোভে লো যেমনি
উদিলে তারকা দলে॥
কস্তুরী লেপিত, ঘন, নখ ক্ষত
কুচ যুগে কানু তার।
আদর করিয়ে দিতেছে পরায়ে
অমল মুকুতা হার॥
কোমল বাহুতে শীতল করেতে
মরকত যুত বালা।
কোমল মৃণালে ফুল্ল শত দলে
ভ্রমর করিছে খেলা॥
স্মর স্বর্ণাসন বিপুল জঘন
রতির আবাস স্থলী।
তাহাতে উতলা রতন মেখলা
পরাইছে বনমালী॥
কমলা নিলয় পদ কিশলয়,
নখগণ যেন মণি।
অলক্ত মাখায়ে ধরিছে হৃদয়ে
সযতনে নীলমণি॥

লইয়া সুন্দরী উন্মত্ত মুরারি
সে শঠ লম্পট সেথা।
কেন লো বিরসে এ বিজনে ব'সে
ভেবে মরি বল্ বৃথা॥
কবির নৃপতি পদ্মাবতী পতি
কৃত গীতি যেন শুনে।
কলি যুগোচিত কলুষ সঞ্চিত
না হয় কাহারো প্রাণে॥
দোষ্ নাই দূতি, কেন ক্ষুণ্ণ মতি,
নিদয় এলনা ব'লে।
আত্ম সুখে ভোলা, আছে ধূর্ত্ত কালা
ব্রজ বালা ল'য়ে ভুলে॥
শুধু কি আমার, কত আছে তার,
চপল পুরুষ জাতি।
পাইলে নূতন, করে অযতন
পুরাতনে, তার রীতি॥
বিরহ কাতর এই চিত মোর
প্রিয় সমাগম তরে।
তার গুণে মজি, যাবে সই আজি
আর না ধৈরয ধরে॥

শুন ওলো সখি, ইন্দীবর আঁখি
রমণ করেছে যারে।
পল্লব শয়নে কভু কি সে জনে
সন্তপ্ত করিতে পারে ॥
পঙ্কজ আনন সে মধুসূদন
সহ যে বিহার করে।
মদনের বানে কভু কি সে জনে
বিঁধিতে সই রে পারে ॥
অমৃতের খনি সে মধুর বাণী
শ্রবণে শুনেছে যেই।
মলয় বহিলে, বিরহ অনলে
জ্বলে কি লো কভু সেই ॥
স্থল সরোরুহ কর পদ সহ
বিহার করেছে যেই।
হেরিয়া চাঁদিনী, কভুকি সজনি,
ভুমিতে লুটায় সেই ॥
জলদ বরণ প্রেম আলিঙ্গন
দিয়াছে সই লো যারে।
তাহার হৃদয় কভু কি লো হয়
বিদীর্ণ বিরহ ভারে ॥

কষিত কাঞ্চন সে পীত বসন
যারে সই ভাল বাসে।
সে কি লো বিরসে ফেলে দীর্ঘ শ্বাসে
পরিজন উপহাসে ॥
যেই ত্রিভুবন শ্রেষ্ঠ যুবজন
সহ করিয়াছে ক্রীড়া।
সেই জন কবে সহে আর্ত্ত ভাবে
মদন দহন পীড়া ॥
জয়দেব ভণে এই গীত সনে
সবার হৃদয়ে হরি।
করুণ প্রবেশ, দিও হৃষীকেশ
মহাতাপে পদতরী ॥
মন্মথ নন্দন মলয় পবন
শুন হে মিনতি মম।
তুমি দয়াময়, সবারে সদয়,
হইও না মোরে বাম ॥
ক্ষণেকের তরে, সেই মন চোরে
আনিয়া দেখায়ে মোরে।
বধিও এ প্রাণ, ওহে বিশ্ব প্রাণ,
ইচ্ছা হয় যদি পরে ॥

আমি যার আশে সখী সহবাসে
ভাবিতাম ওগো রিষ।
অনিল শীতল জ্বলন্ত অনল,
সুধাংশু কিরণে বিষ॥
সে মোরে নিদয় তবু চিত ধায়
যদি গো দেখিতে তারে।
স্বামী সোহাগিনী কতই না জানি
অধীরা পতির তরে॥
অলি ফুলে ফুলে মধু লোভে বুলে,
লম্পট পুরুষ তাই।
অবলার মন অবাধ্য এমন,
তথাপি তাহারে চায়॥
মলয় পবন করহ দাহন
নাশ প্রাণ পঞ্চবান।
জল বিনা মীন বাঁচে কত দিন,
কৃষ্ণ বিনা রাধা প্রাণ॥
যমুনে তরঙ্গে জুড়াও এ অঙ্গে,
বিরহে এ দেহ দহে।
বাঁচিয়া কি ফল, মরণ মঙ্গল,
আর না ফিরিব গেহে॥

একদা প্রভাতে সখী সচকিতে
রাধা অঙ্গে পীত বাস।
নব জলধর অঙ্গে নীলাম্বর
দেখি করে পরিহাস॥
হেরি সেই হাসি, লাজে কাল শশী
চেয়ে ছিল রাধাননে।
সে নন্দ নন্দন আনন্দ বৰ্দ্ধন
করুণ সবার প্রাণে॥

গীত।

ভঁয়রো—কাওয়ালি।

কৈলো ললিতে বিনোদ কালা,
এখনো কি সখি হয়নি বেলা।
বুঝি প্রাণে মরি ওলো সহচরি,
সহিতে না পারি বিরহ জ্বালা॥
হেরি শশধরে হাসে কুমুদিনী,
কাঁদিছে বিজনে রাধা বিষাদিনী,
বিফলে বহিয়া গেল লো যামিনী,
না এল সজনি সে চিত চোরা॥

কোন্ ছল্ করি কোথা রৈল হরি,
আমি হেথা ব'সে বৃথা ভেবে মরি,
একে কুলনারী ফুকারিতে নারি,
হায় কি নিঠুর সে শঠ কালা ॥
না জানি কে ধনি পেতে প্রেমফাঁদ,
রাখিল ধরিয়া মোর কালাচাঁদ,
মোর সাধে সই কে সাধিল বাদ,
আমিরে অভাগী আভীর বালা ॥
বলে জগজনে ভক্তাধীন শ্যাম,
কেন তবে সখি রাধারে সে বাম,
নাড়া বলে পূর্ণ হবে মনস্কাম,
ধৈর্য্য ধর রাধে হ'ওনা উতলা ॥
ইতি "নাগর নারায়ণ" নামক সপ্তম সর্গ।

অষ্টম সর্গ।

যোগে যাগে বিভাবরী কাটাইল রাধা প্যারী,
গগনে উদয় হ'ল ভানু।
ভাঙ্গিতে রাধার মান, কুঞ্জ দ্বারে ম্রিয়মান
ধীরে ধীরে উপনীত কানু॥
শ্রীপদে করি প্রণতি, বিনয়েতে বিশ্বপতি
অনুনয় করেন রাধারে।
জর্জ্জরিত স্মরশরে, তথাপি অসূয়া ভরে
কমলিনী কোপে কন তাঁরে॥
সারা নিশি জাগরণে লোহিত ও দুনয়নে
আবেশে অলস রসাভাষ।
ল'য়ে অন্য ব্রজ নারী বিলাসে বিভোর হরি
ছিলে তুমি করিছে প্রকাশ॥
যে তোমারে ভাল বাসে, যাও হরি তার পাশে,
ছলনায় কিবা প্রয়োজন।
সুখে থাক যার কাছে, প্রেমডোরে যে বেঁধেছে
যাও শ্যাম তাহার সদন॥

কজ্জ্বল মলিন আঁখি চুম্বনে তাহার দেখি,
রক্তাধর দেহের বরণ।
নখ ক্ষত নীল গাত্র, রতিরণ জয় পত্র
মরকতে স্বর্ণেতে লিখন॥
বিশাল তব উরসে চরণ অলক্ত রসে
কাম দ্রুম পত্র ভ্রম হয়।
দন্তাঘাত অধরেতে হেরি হরি মরি খেদে,
তবু ভাবি অভিন্ন হৃদয়॥
দেহ হ'তে তব মন মলিন হে জনার্দ্দন,
অনুগতে কি হেতু বঞ্চনা।
বাধিতে অবলা জনে ভ্রম তুমি বনে বনে
বালো তার প্রমাণ পুতনা॥
শ্রীজয়দেব ভণিত, শুন সব সাধু যত
মানময়ী রাধার বিলাপ।
সুমধুর সুধা হ'তে, সুদুর্ল্লভ স্বরগেতে,
অনুবাদ করে মহাতাপ॥
প্রিয়াপদ অলক্তেতে রক্তরাগ ও বক্ষেতে
হৃদিরাগ প্রকাশিছে তব।
ছার দুঃখ মনোভঙ্গ, লাজে মরি হে ত্রিভঙ্গ
ছাড় ছলা মাধব কিতব॥

যে বংশী বাদন শুনে কুরঙ্গ নয়নাগণে
দিশে হারা ধাইত কাননে।
আলু থালু কেশভার, স্খলিত কবরী হার,
হেরিবারে সে মনমোহনে ॥
করিতে মন উদাসী মহা মন্ত্র যেই বাঁশী
দেবতার দুঃখ বিনাশনে।
যাহা শুনি বুদ্ধি ভ্রংশ, বিনষ্ট হইল কংস,
মঙ্গল করুক সর্ব্বজনে ॥

গীত।

"তোমারে হেরে অঙ্গ জ্বলে, কি আশায় এথানে এলে,
ছি ছি ফিরে যাও ভ্রমরা, বাসি ফুলে কি মধু মিলে।
গত নিশিতে কোন্ থানেতে কার প্রেমেতে মজেছিলে,
সূক্ষ্ম ভাবে মন রাখিতে প্রভাতে জ্বালাতে এলে।
শুকায়েছে কমলের মধু, কমল পড়ে আছে শুধু,
ফিরে যাও হে ভ্রান্ত বঁধু মধুভরা আছে যে ফুলে।
নীলকণ্ঠ বলে প্রভাতকালে,কোথা এলে হে চিকণ কালা,
নিকুঞ্জ বনে মনাগুনে দহিছে রাই ব্রজবালা ;
শুন ওহে রসময়, হয়েছে যে অসময়,
বয়ে গেলে ক্ষুধার সময়, ভাল লাগে কি সুধা দিলে ॥"
ইতি "বিলক্ষ লক্ষ্মাপতি" নামক অষ্টম সর্গ।

নবম সর্গ।

মনসিজ খিন্না, রতি রস ভিন্না,
বিরহ বিষণ্ণা দেখি।
কলহান্তরিতা, প্রিয় উপেক্ষিতা
রাধারে কহিছে সখী॥
বহিছে পবন, মদন মোহন
অভিসারে আসে অই।
কিবা সুখ ঘরে, তুই মান ভরে
ফিরাস্‌নে নাগরে সই॥
জিনি তাল ফল সরস ও স্থূল
ও কুচ কলস হায়।
করিবি বিফল, কথা শোন্ ওলো,
ত্যজিস্‌নে তাহারে রাই॥
কেন শোকাকুলা, কাঁদিয়া আকুলা
হাসিছে যুবতীগণে।
জুড়াবে নয়ন, শ্যাম দরশন
কর পঙ্কজ শয়নে॥

কেন গুরু খেদে, বল ওলো রাধে,
বিকল করিছ মন।
শুন মোর বাণী, এসে চিন্তামণি
করিবে সুসম্ভাষণ ॥
শ্রীহরি চরিত, গীত সুললিত,
কবি জয়দেব ভণে।
শুনে ঘুচে দুখ, উপজয়ে সুখ
রসিক জনার প্রাণে ॥
যবে কাছে এসে, তোরে প্রিয় ভাষে
সেধেছিল সেই কালা।
তার অনুরাগে, তুই লো বিরাগে
করেছিলি অবহেলা ॥
করিয়া প্রণতি কাতরে মিনতি
কত সে করিল তোরে।
তুই ঈর্ষাবশে, একবার হেসে
চাহিলিনা তারে ফিরে ॥
তুই অভিমানে, অনুগত জনে
কহিলি কর্কশ ভাষা।
এখন বিরসে, এ বিজনে ব'সে
কেন আঁখিনীরে ভাসা ॥

সুধাংশু তপন, হিম হুতাশন,
চন্দনেতে হলাহল।
ভাবিছ ভামিনি, বিরুদ্ধ কারিনি,
সব তার প্রতিফল॥
বৃন্দারক বৃন্দে বন্দিলে আনন্দে,
মুকুটেন্দ্র নীলমণি।
নিন্দি ইন্দীবর, হ'ল শোভাকর;
যে পদেতে মন্দাকিনী।
বহে অবিরল, যার সুশীতল
জল যেন মকরন্দ।
অশুভ নাশনে, নম ভক্ত জনে
গোবিন্দ পদারবিন্দ॥

গীত

সিন্ধু—যৎ।

রাধে তুই কালাচাঁদে করিস্‌নে অযতন;
সে যে যতনেরি ধন।
যারে ব'সে বনে যোগধ্যানে ভাবে যোগীজন॥

যে জগতের শিরোমণি, সে কেন লুটায় ধরণী,
ও মানিনি এ মান কেমন।
শ্যাম নয় সামান্য ধনি, দেবের দুর্ল্লভমণি,
পাইতে যে চিন্তামণি চিন্তে মুনিগণ ॥
লোকে পেলে সামান্য ধন, তারে করে কত যতন,
পদতলে গোলকের ধন, তারে অযতন।
ধুলায় প'ড়ে অমূল্য ধন, তবুলো তোর উঠে না মন,
রমণী হৃদয় তোর কঠিন এমন ॥
সুরধুনী যার পদে, সে ধরেছে তোর পদে,
ওলো রাধে মান মদে ফিরাস্ নে বদন।
যে দেয় জাবে মোক্ষপদ, প্রেমের দায়ে তার বিপদ,
ধ'রে নারীর তুচ্ছপদ লুটায় ভক্তের ধন ॥
মহাতাপ বলে হরি, নারীর গর্ব্ব সইতে নারি,
এস আমার বক্ষোপরি, আমি করিব যতন ॥

ইতি "মুগ্ধ মুকুন্দ" নামক নবম সর্গ।

দশম সর্গ।

সন্ধ্যা সমাগম, রোষ উপশম
যদিও কিঞ্চিৎ বটে।
শ্বাস বহে ঘন, আবেগে তখনো
বদনে বাণী না ফুটে॥
রাধা লাজ ভরে চাহে বারে বারে
সখীর বদন পানে।
কালা হর্ষ ভরে গদ গদ স্বরে
কহে আসি সেইখানে॥
কেন অকারণে, আছ অভিমানে,
মান কর পরিহার।
প্রিয়ে চারুশীলে, বিমুখ হইলে,
কে আছে গোকুলে আর॥
খাও মোর মাথা, একবার কথা
কহ, চাহ ওলো ফিরে।
আশঙ্কা আঁধার ঘুচুঁক আমার
দশন কৌমুদী হেরে॥

তব মুখ শশী করে অভিলাষী
লোচন চকোরে মোর।
মিটাইতে ক্ষুধা উছলিত সুধা
পিয়ে ও অধরে তোর ॥
মদন অনলে মোর মন জ্বলে
তুমি আছ মান ভরে।
মুখ মধু দানে জুড়াও এ জনে,
সাধিলো বিনয়ে তোরে ॥
হয়ে থাকে ক্রোধ, ভুজ পাশে বাঁধ,
হানলো নয়ন বান।
দন্তে কর খণ্ড, কিম্বা অন্য দণ্ড
দাও যাহা চাহে প্রাণ ॥
তুমি লো ভূষণ, তুমি লো জীবন,
এ ভব সাগরে রত্ন।
তুমি তুষ্ট যাতে, সে কার্য্য সাধিতে
সতত আমার যত্ন ॥
নেত্র নীলোৎপল, রোষে রক্তোৎপল
হইয়াছে লো সুভগে।
হবে অনুরূপ, যদি কালরূপ
রঞ্জ চেয়ে সানুরাগে ॥

কুচ কুম্ভোপরি মাণিক মঞ্জরী
হৌক হৃদয় শোভনা।
নিবিড় নিতম্বে মেখলার রবে
মদনা-দেশ ঘোষণা॥
হে মধু ভাষিণি, স্থল কমলিনী
জিনি পাদুখানি আমি।
পরায়ে অলক্ত করি সুরঞ্জিত,
অনুমতি দাও তুমি॥
স্মর বিষ নাশা, মোর শিরোভূষা
ও পদ পল্লবোদার।
দাও মোর শিরে, মদন বিকারে
দহিছে দেহ আমার॥
পদ্মাবতী পতি ভণিত ভারতী
শ্রীরাধার মান ভঙ্গে।
চারু চাটু উক্তি প্রেমিকেরে মুক্তি
প্রদানে প্রেম তরঙ্গে॥
ত্যজ শঙ্কা মনে, আমি রাধা বিনে
নাহি জানি অন্য আর।
তোমার মুরতি আছে লো সুদতি
হৃদি ক'রে অধিকার॥

বিনা সেই স্মর প্রবেশে অন্তর
সাধ্য আছে বল কার।
আলিঙ্গন দিয়ে বাঁচাও লো প্রিয়ে,
সহেনা বিলম্ব আর॥
ওকুন্দ দশনে নিঠুর দংশনে
আমারে শাসন কর।
বাধি বাহু ডোরে, পয়োধর ভারে
পীড়া দাও গুরুতর॥
শুন ওলো চণ্ডি, সুখী হও দণ্ডি,
কিন্তু যেন পঞ্চবানে।
চণ্ডাল অনঙ্গ বিঁধিয়া এ অঙ্গ
না মারে আমারে প্রাণে॥
করাল ভুজঙ্গ কুটিল ভ্রূভঙ্গ
জ্বরে অঙ্গ যেন বিষে।
অধর অমৃত দিয়া সঞ্জীবিত
কর মোরে, নাশ ত্রাসে॥
ওলো বিধু মুখি, মৌন ভাব দেখি
ব্যথিত আমার প্রাণ।
নাশহ সন্তাপে মধুর আলাপে
তুলিয়া পঞ্চম তান॥

ওলো বরাননে, প্রসন্ন নয়নে
একবার চাহ মোরে।
আমি অনাহুত দ্বারে উপনীত
ফিরাওনা অতিথিরে॥
অধরে বন্ধুক, গণ্ডেতে মধুক,
দন্ত পাঁতি কুন্দ দলে।
নিন্দি ইন্দীবর ও আঁখি সুন্দর,
নাসা জিনি তিলফুলে॥
স্মর পঞ্চশর বদনে তোমার
বিদ্যমান প্রেমময়ী।
সেবি ও বদন, সে মীন কেতন
হইয়াছে বিশ্বজয়ী॥
মদালসা নেত্রে, ইন্দুপ্রভা বক্ষে,
উরুদেশে রম্ভাবতী।
চারু ভ্রু-যুগলে চিত্রলেখা খেলে
রতি কলা কলাবতী॥
তব ষড়ৈশ্বর্য্য, মরি কি আশ্চর্য্য,
গমনেতে মনোরমা।
থাকি মর্ত্তপুরী স্বর্গের অপ্সরী
শরীরে ধরেছ বামা॥

কংস হস্তীরণে, কুম্ভ দরশনে
রাধা পীন পয়োধর।
পড়িলে মনেতে, সাত্বিক ভাবেতে
নিমীলিত আঁখি যাঁর ॥
ক্ষণকাল পরে বধিলে হস্তীরে
কংস পক্ষ হাহাকারে।
ভবভয় হারী করুন সে হরি
প্রীতিদান সবাকারে ॥

গীত।

দেশবরাড়ী রাগ—অষ্টতাল।

প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানং ॥
সপদি মদনানলো দহতি মম মানসং
দেহি মুখকমল মধু পানং ॥
স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারং।
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনারুণো
হরতু তদুপাহিতবিকারং ॥

ইতি "মুগ্ধ মাধব" নামক দশম সর্গ ॥

গীত।

কীর্ত্তনের সুর।

শ্রীমুখ পঙ্কজ, দেখিব বলিয়ে, এসেছি তোমার পাশে।
কেন ওলো ধনি, হয়েছ মানিনী, একবার চাও হেসে॥
ওমুখের হাসি, বড় ভালবাসি, দেখিবারে আসি তাই।
এ প্রাণের জ্বালা, বুঝনা অবলা, অভিমানে ভোলা রাই॥
আমি তৃষিত চকোর, তুমি চাঁদ মোর, তব মুখ সুধা আশে।
আমি সারা নিশি, রাধা ব'লে বাঁশী, বাজাই হে কাননে ব'সে॥
তোমার লাগিয়া, ভাবিয়া ভাবিয়া, এ অঙ্গ হইল কাল।
যার লাগি চুরি, সে যারে বাঁধিয়া, এবড় পীরিতি ভাল॥
তুমিত রাখালে, এ প্রেমে মজালে, এখন কেন এ হেলা।
আমি অনুগত, না হয় উচিত, অধীনে চরণে ঠেলা॥
আমি প্রেমের ভিখারী, প্রেমময়ী প্যারী, শুনেহে ভিক্ষার তরে।
বড় আশা ক'রে, আসিয়াছি দ্বারে, নিরাশ করোনা মোরে॥
অতনু অনলে, এতনু দহিলে, কিহবে বললো মানে।
তৃষাতুর জনে, বাঁচাওলো প্রাণে, অধর অমৃত দানে॥
ধরি তব পায়, ত্যজ মান রাই, হ'ওনা নিদয় দাসে।
নাড়া বলে হরি, যাই বলিহারি, রঙ্গ হেরি মরি হেসে॥
ওহে বনমালি, ভাল নাগরালি, দেখালে গোকুলে এসে।
যেনহে নিদানে, ভুলনা দুজনে, দেখা দিতে এই দাসে॥

একাদশ সর্গ।

বহু অনুনয়ে তুষিয়া বিনয়ে
মৃগনয়নারে হরি।
মনোহর সাজে, পশি কুঞ্জমাঝে
বসিলেন শয্যা'পরি॥
দৃষ্টি আবরণী এল সন্ধ্যারানী
হেরিয়া কহিছে সখী।
প্রিয়মন তোষে রুচিকর বেশে
ভূষিতা রাধারে দেখি॥
কত তোষামোদে, পায়ে ধ'রে সেধে,
মান ভেঙ্গে তোর ওলো।
সে যে তোর আশে, কুঞ্জে আছে ব'সে,
ত্বরা ক'রে তুই যালো॥
নূপুর নিক্কনে, মরাল গমনে
যালো সম্ভাষণে কালা।
সে যে অনুগত, না হয় উচিত,
করিতে তাহারে হেলা॥

তরুণী তোষিণী মধুময় বাণী
শুনগে নাগর পাশ।
দেখে তোর ভঙ্গী, অনঙ্গের সঙ্গী
পিক করে উপহাস॥
ওলো কৃশোদরি হের ও বল্লবী
তুলি কিশলয় করে।
বলিছে সঙ্কেতে যেন তোরে যেতে,
কি হবে বিলম্ব ক'রে॥
সম জলধার মুকুতার হার
শোভিত ও কুচকুম্ভ।
অনঙ্গ তরঙ্গে বিজ্ঞাপে বিভঙ্গে
হরি সহ পরিরম্ভ॥
যদি মোর ভাষ কর অবিশ্বাস
জিজ্ঞাসা করলো তারে।
রমণীর স্তন করিলে স্পন্দন
সঙ্গম সূচনা করে॥
সকল সজনি জেনেছে লো ধনি
দেহে রতিরণ সজ্জা।
মেখলা সঘনে বাজাইয়া রণে
যাও ওলো ত্যজি লজ্জা॥

সম পঞ্চশর করে সুনখর,
যাইয়া সখীরে ধরি।
নিজ আগমন করিও জ্ঞাপন
বলয়ের ধ্বনি করি ॥
এ গীতি কামিনী হইতে মোহিনী
রমণীয় জিনি হার।
হউক সতত কণ্ঠে বিরাজিত
হরিগত চিত যার ॥
কবে শয্যাপাশে দেখা দিবে এসে,
কবে প্রিয়ভাষে মোরে।
আলাপি আবেশে বাঁধি ভুজপাশে
আলিঙ্গিবে প্রেমভরে ॥
চিন্তিয়া অন্তরে, নিবিড় আঁধারে
কুঞ্জে ব'সে আছে কালা।
কভু পুলকিত, কভু বা মূর্চ্ছিত
বিলম্বে হয়ে উতলা ॥
সম নীলাম্বর ওঘোর আঁধার
যেন আলিঙ্গন করে।
ধূর্ত্ত নায়িকারে ভেটিতে নাগরে
উৎকণ্ঠিতা অভিসারে ॥

শ্যাম সরোজিনী বেড়িয়াছে বেণী,
অঞ্জন খঞ্জন নয়নে।
কুচে কস্তুরিকা, তমাল পত্রিকা
পরায়ে দিয়াছে শ্রবণে॥
তমাল আঁধারে গত অভিসারে
কুঙ্কুম গৌরাঙ্গীকান্তি।
হেরি হয় মম যেন প্রেম হেম
নিকষ পাষাণ ভ্রান্তি॥
সখী বাণীশুনি ধীরে বিনোদিনী
উপনীত কুঞ্জদ্বারে।
হার ও কিঙ্কিনী বিজড়িত মণি
আভাতে আঁধার হরে॥
রাধা সে আলোকে নেহারি হরিকে
লাজে হ'ল অধোমুখী।
গমনে বিমুখী সরমে নিরখি
কহিতেছে প্রিয়সখী॥
মঞ্জুল বঞ্জুলে রাধে কুঞ্জতলে
যাওলো শ্যাম সকাশে।
অধরের হাসে আবেশ প্রকাশে,
মাতলো রতি রভসে॥

কুচ প্রকম্পনে দুলিছে সঘনে
বক্ষস্থিত মুক্তাহার।
যাও সখি নব অশোক পল্লব
রচিত শয়নোপর॥
কুসুম কোমল ও তনু বিমল,
কুসুমে আবাস শুচি।
করি তব যোগ্য রচিয়াছে ভোগ্য,
যাহে তব অভিরুচি॥
ওলো চন্দ্রাননে মলয় পবনে
গৃহ আমোদিত শীত।
পশি অনুরাগে বঁধুর সোহাগে
গাও সুললিত গীত॥
অলস জঘনে, হেরলো নয়নে
নবীন বল্লরী পুঞ্জ।
বেড়ি চারিধারে, নিবিড় আঁধারে
ঘিরিয়াছে কেলিকুঞ্জ॥
মত্ত মধুপানে মধুপ গুঞ্জনে
মুখরিত কেলিকুঞ্জ।
মদন আবেশে তোমার মানসে
উঠিছে তরঙ্গ পুঞ্জ॥

উন্মত্ত কোকিলে ডাকিছে আকুলে,
শুন শিথর দশনে।
লাজ পরিহরি যাও ওলো প্যারী
বিনোদ বঁধু সদনে॥
পদ্মাবতী পতি রচিল এ গীতি
হরিপদে মতি যার।
এ নীরদ কান্তে রেখো পদপ্রান্তে
রাধাকান্ত অন্তে তার॥
তোরে বহুক্ষণ হৃদয়ে বহন
করিয়া বিশ্রান্ত হরি।
সন্তপ্ত মদনে, বিম্বাধর পানে
হয়েছে পিয়াসী প্যারী॥
একবার তার অঙ্ক শোভাকর,
করিস্‌নে লো রাই ব্যাজ।
কটাক্ষ নেহালে, পড়ে পদতলে,
তার কাছে কেন লাজ॥
সখীর বচন শুনি, শঙ্কানন্দে বিনোদিনী,
নূপুরে মুখরি বনদেশ।
চেয়ে গোবিন্দের পানে, ধীর মন্থর গমনে
কুঞ্জমাঝে করিল প্রবেশ॥

হেরি পূর্ণ সুধানিধি হর্ষে যথা জলনিধি
নাচে তুলি উত্তাল তরঙ্গ ।
নিরখি রাধাবদনে আবেশে হরির মনে
উঠে নানা বিকার বিভঙ্গ ॥
মুক্তাহার বক্ষে দোলে, কালিন্দীর কালজলে
শুভ্র ফেনপুঞ্জ যেন ভাসে ।
নীলপদ্মে পীতরেণু, শোভে তথা শ্যাম তনু
বেষ্টিত হইয়া পীতবাসে ॥
চঞ্চল যুগ্ম নয়নে, চাহিতে রাধা বয়ানে,
স্ফুরিত হইল রতিরাগে ।
বিকশিত শতদলে খেলে খঞ্জন যুগলে
যেন স্বচ্ছ শারদ তড়াগে ॥
কর্ণেতে কুণ্ডল দোলে, মিলিতে মুখকমলে
সমাগত যেন দিবাকর ।
মৃদুল মধুর হাস্তে, অধর পল্লব আস্তে
হইয়াছে রতি লোভকর ॥
কুসুম কেশেতে কাল, নির্ম্মল চাঁদের আলো
ছড়ায়ে পড়েছে জলধরে ।
চন্দন তিলক ভালে, শোভিছে চন্দ্রমণ্ডলে
রজনীর ঘোর অন্ধকারে ॥

বিপুল পুলক ভরে, রোমহর্ষ কলেবরে,
রতিরাগে অধীর মুরারি ।
অলঙ্কারে মণিআভা, দ্বিগুণ বেড়েছে শোভা,
কিবারূপ যাই বলিহারি ॥
জয়দেব বিরচিত এই গীতি দ্বিগুণিত
করিয়াছে ভূষণের শোভা ।
পুণ্যফল সারভূত হরিচরণে প্রণত
চিরদিন রহ ভক্ত যেবা ॥
দীরঘ বিরহ অন্তে, পেয়ে প্যারী প্রাণকান্তে
নিরখিয়া নাহি মিটে খেদ ।
আকর্ণ আঁখি প্রসারে, প্রয়াসেতে অশ্রুঝরে,
শ্রমে যথা অঙ্গে ঝরে স্বেদ ॥
কর্ণ কণ্ডুয়ন ছলে হাস্য চাপি সখিদলে
গেলে সবে কুঞ্জের বাহিরে ।
আবেশে বঁধুর আস্যে চেয়ে চলে শয্যাপার্শ্বে,
লজ্জা পেয়ে লজ্জা গেল দূরে ॥
কুবলয়াপীড় গজ বিনাশিতে যেই ভুজ
লোহিত শোণিতে হয়ে সিক্ত ।
জয়লক্ষ্মী সমর্পিত মন্দার মালা শোভিত,
হোক সদা তাহা জয়যুক্ত ॥

গীত।

আলেয়া মিশ্র—ঝাঁপতাল।

"আজি নিধুবনে যুগল মিলনে
হ'ল কি সুন্দর শোভা হের ভক্তজনে।
কি হেরি রূপমাধুরী, ধরেনা দুনয়নে,
বল দেখি তুলনাকি আছে ত্রিভুবনে।
নবীন নীরদ কোলে, সৌদামিনী স্থির হ'লে,
হ'ত কি এমন শোভা তার দরশনে।
ওরূপের উপমা নাই, শ্যামের বামে শোভে রাই,
শ্রীধর যেন পায় ঠাঁই অন্তে যুগল চরণে॥"

ইতি "সানন্দ গোবিন্দ" নামক একাদশ সর্গ।

দ্বাদশ সর্গ।

কুঞ্জ অন্তরালে সখীরা যাইলে
বাধারে প্রফুল্ল হেরি।
আকুলা মদনে চাহে শয্যাপানে
লাজ ভরে, কহে হরি ॥
ওলো বরাননে, অনুগত জনে
ক্ষণেক ভজনা কর।
চরণ কমলে স্পর্শি শয্যাতলে,
কিশলয় দর্প হর ॥
বহু দূর হ'তে এসেছ কুঞ্জেতে,
পদ সেবা করি আমি
নুপুরেব মত ভাবি অনুগত
অনুমতি দাও তুমি ॥
মুখ সুধাকরে কহ ওলো মোরে
বাক্য সুধা অনুকুল।
করি অপসৃত বিরহের মত
বক্ষঃস্থিত ও দুকুল ॥

আলিঙ্গনাবেশে হের লো হরষে
ও কুচ দুর্লভ তোর।
যেন লো উছলে, দাও বক্ষঃস্থলে,
সন্তাপ ঘুচুক মোর॥
বিলাস অভাবে জ্বলি মনোভবে
তোমাগত প্রাণ মরে।
অধর অমৃত দানে সঞ্জীবিত
কর লো সুন্দরী তারে॥
ওলো চন্দ্রাননে কোকিল কুজনে
বিকল আমার কর্ণ।
তব কণ্ঠ তুলা মুখরি মেখলা
অবসাদ হর তূর্ণ॥
বৃথা ক্রোধানল করেছে বিহ্বল,
হেরিয়া তোমার আঁখি।
লাজে নিমীলিত, হও লো বিরত,
সাধি আমি বিধুমুখি॥
জয়দেব পদে রটে প্রতি পদে
প্রভুর আনন্দ ভাব।
পঠনে এ গীতি রতি রস প্রীতি
রসিক করুক লাভ॥

নিমেষ দর্শনে, গাঢ় আলিঙ্গনে
রোমাঞ্চ সাধিল বাদ।
ওষ্ঠ সুধাপানে রহস্য বচনে,
পরিণামে পূর্ণ সাধ॥
নখ বিদারণে, দষ্টাধর ব্রণে,
কেশ আকর্ষণে আর।
গাঢ় আলিঙ্গনে, ভুজ নিষ্পীড়নে
বিকলিত কলেবর।
সঘন চুম্বনে, জঘন তাড়নে,
কামের বিচিত্র গতি।
পয়োধর ভারে পীড়িছে শরীরে
তথাপি কতই তৃপ্তি॥
রতিরণারম্ভে শ্রীরাধিকা দম্ভে
পরাজিতে নিজ কান্ত।
যে কার্য্য সাধিতে উঠিল বক্ষেতে
তার শ্রমে হ'ল ক্লান্ত॥
নিতম্ব নিস্পন্দ, বক্ষে ঘন স্পন্দ,
শিথিলিত বাহুলতা।
নিমীলিত আঁখি, রমণীতে নাকি
সম্ভবে পৌরুষ কোথা॥

রতি অবশেষে বিপুল আয়াসে
স্ফীত ঘন শ্বাস জন্য।
রাধা পয়োধরে আলিঙ্গন ক'রে
কৃষ্ণ ভাবে নিজে ধন্য ॥
মগ্ন রতি রসে অলস আবেশে
অবসন্ন দেহলতা।
পুলকিত গণ্ড, যেন শশী খণ্ড,
নিমীলিত আঁখি পাতা ॥
দংশিত অধরে সঘনে ফুৎকারে,
অস্ফুট কাকলী মুখে।
দশন কৌমুদী বিধৌত অধরে
মুরারি চুম্বয়ে সুখে ॥
অরুণ নখরে ক্ষত বক্ষঃস্থল,
নিদ্রাভাবে লাল আঁখি।
চুম্বনে বিলুপ্ত অধরের রাগ,
আলু থালু বিধুমুখী ॥
এলায়ে পড়েছে সাধের সে বেণী,
বিচ্ছিন্ন কুসুম মালা।
কটির মেখলা পড়েছে খসিয়া
প্রভাতে মেহারে কালা ॥

সম পঞ্চশর যদিও অন্তর
বিঁধিল এ পঞ্চ চিহ্ন।
কিন্তু কি আশ্চর্য্য হইয়া অধৈর্য্য
নিরখে পলক শূন্য ॥
আকুল কুন্তল, বিমর্দ্দিত মালা,
মেখলা কোথায় গ্যাছে।
সুন্দর কপোল সিক্ত স্বেদ জলে,
তিলক গিয়াছে মুছে ॥
দংশনে অধর হইয়াছে ম্লান,
কুচ হারায়েছে হারে।
হারায়ে দুকুল, হইয়া আকুল
চাহে রাই লাজ ভরে ॥
সরমেতে প্যারী রেখেছে আবরি
স্তন ও জঘন করে।
নগ্ন বর তনু নিরখিয়া কানু
অধীর অনঙ্গ শরে ॥
সুরতাবসানে শ্রান্ত রতিরণে
সমাদরে রাধাপ্যারী।
কহিছে সানন্দে সম্বোধি গোবিন্দে
ভাবেতে বিভোর হেরি ॥

হে যদু নন্দন কর বিরচন
চন্দন শীতল করে।
মৃগমদ রস, মঙ্গল কলস
মদনের পয়োধরে॥
উজ্জ্বল আঁখিতে, বরষে যাহ'তে
কটাক্ষ অনঙ্গ শর।
ভ্রমর গঞ্জন হয়েছে অঞ্জন
গলিত চুম্বনে তার॥
নয়ন কুরঙ্গ তরঙ্গ নিরাশ
সম মনসিজ পাশ।
এশ্রুতি মণ্ডলে রতন কুণ্ডলে
পরাও হে পীতবাস॥
জিনিয়া কমলে এ মুখ বিমলে
বিক্ষিপ্ত অলকাবলী।
ফুল্ল শত দলে মত্ত পরিমলে
উড়িতেছে যেন অলি॥
কর প্রসাধন যশোদা নন্দন
অসংযত এই বেশে।
লাজে আমি মরি পাছে সহচরী
হেরে মোরে উপহাসে॥

শুনহে বঁধুয়া, স্বেদ মুছাইয়া
রচ ওহে মৃগমদে।
এ চারু ললাটে তিলক ললিত,
কলঙ্ক যেমতি চাঁদে॥
জিনি শিখি পুচ্ছ, এ চিকুর গুচ্ছ,
বিগলিত রতিকালে।
স্মর রথ ধ্বজ চামর মনোজ
সাজাও কুসুম দলে॥
শম্বর দারণ বারণ কন্দর
সরস ঘন জঘনে।
ওহে পীতাম্বর দাও নীলাম্বর
মেখলা খচিত রতনে॥
জয়দেব বিরচিত জয় প্রদ এই গীত
হরি চরণ স্মরণ অমৃতে।
কলি কলুষ জ্বরে সন্তাপ খণ্ডন করে
ভক্ত জন গাও হে প্রেমেতে॥
পয়োধরে পত্র, কপোলেতে চিত্র
রচ হে চিকণ কালা।
শিথিল কবরী বাঁধ যত্ন করি
বেড়িয়া কুসুম মালা॥

চরণে নুপুর, মণি বন্ধে বালা
কহে বৃষভানু সুতা ॥
পিরীতের দায়ে, ত্বরা প্রীত হয়ে
পীতাম্বর কৈল তথা ॥
অনন্ত ফণাতে শায়িত শ্রীহরি
মণিতে বিম্বিত কায়।
সেবিছে একান্তে জলধি নন্দিনী
চরণ পঙ্কজ দ্বয় ॥
অনন্ত আঁখিতে লক্ষ্মীরে দেখিতে
ধরেছেন বহু বপু।
মহাতাপ ভণে ও রাঙ্গা চরণে
রাখ সবে মধু রিপু ॥
ক্ষীরোদ সাগরে, তুমি স্বয়ম্বরে
বরিলে আমারে সতি।
না পেয়ে তোমাকে দুখে বিষভখে
সে মূঢ় মৃড়ানী পতি ॥
পূর্ব্ব কথা স্মরি অন্য মনা হেরি
লক্ষ্মীর বক্ষের বাস।
হরি, পয়োধরে অনিমেষে হেরে
রক্ষ সবে পীতবাস ॥

ওহে সুধিগণ, যদি থাকে মন,
শৃঙ্গার বিবেক তত্ত্ব।
নৃত্য গীত কলা, কাব্য রসলীলা
শিখিবারে যথাযথ॥
কবি সুপণ্ডিত জয়দেব কৃত
কৃষ্ণ নামে যার দীক্ষা।
পড়িয়া সানন্দে এ গীত গোবিন্দে
কর লাভ সবে শিক্ষা॥
যাবৎ এ কাব্যে ভাব বিতরিবে
এ শৃঙ্গার সারস্বত।
হে মধু তোমাতে নাই মধুরতা,
শর্করা কর্কর বৎ॥
মরেছ অমৃত, দ্রাক্ষাতে কে প্রীত,
নীর সম ক্ষীর তুমি।
কাঁদ সহকার, ওহে কান্তাধর
হও রসাতল গামী॥
বামা গর্ভ জাত, ভোজ দেব সুত
জয়দেব কৃত গীত।
পরাশর পত্নী বন্ধুগণ কণ্ঠে
হোক সদা বিরাজিত॥

এইবার আসুন পাঠক পাঠিকাগণ, ভক্তগণ আমরা সকলে স্বনাম ধন্য দাশরথি রায়ের রচিত দেবর্ষি নারদের মুখোক্ত শ্রীভগবানের মধুর বৃন্দাবন লীলা রসাত্মক সেই ভক্ত হৃদয়ের আবেগ পূর্ণ সুমধুর সঙ্গীতটি ভক্তিভরে সমস্বরে আলাপন করিয়া এই মহা কাব্যের উপসংহার করি।

সুরট—ঝাঁপতাল।

"হৃদি বৃন্দাবনে বাস যদি কর কমলাপতি,
ওহে ভক্তি প্রিয়, আমার ভক্তি হবে রাধাসতী।
মুক্তি কামনা আমারি, হবে বৃন্দে গোপনারী,
দেহ হবে নন্দের পুরী, স্নেহ হবে মা যশোমতী।
আমার ধর ধর জনার্দ্দন, পাপভার গোবর্দ্ধন,
কামাদি ছয় কংস চরে ধ্বংস কর সংপ্রতি।
বাজায়ে কৃপা বাঁশরী, মন ধেনুকে বশ করি,
তিষ্ঠ হৃদি গোষ্ঠে হরি, পুরাও ইষ্ট এই মিনতি।
আমার প্রেমরূপ যমুনা কুলে, আশা বংশী বট মূলে,
স্বদাস ভেবে, সদয় ভাবে সতত কর বসতি।
যদি বল রাখাল প্রেমে, বন্দী থাকি ব্রজ ধামে,
জ্ঞান হীন রাখাল তোমার দাস হবে হে দাশরথি।

ইতি "সুপ্রীত পীতাম্বর" নামক দ্বাদশ সর্গ।"

গ্রন্থশেষে প্রার্থনাগীতি।

এ ভবে দুর্ল্লভ, শ্রীরাধাবল্লভ, চরণপল্লব আশে।
জয়দেব কৃত, কাব্য অনূদিত, করে মহাতাপ দাসে॥
যুড়ি কর যুগে, দাস ভিক্ষা মাগে, রেখো প্রভু পদে বাঁধি।
যেন ও চরণে, সঁপি এ পরাণে, তোমারি করম সাধি॥
দাও নাই ধন, ওহে ভক্তধন, তাহে খেদ মোর নাই।
শেষ হলে কাজ, দিও ব্রজরাজ, ও পদপঙ্কজে ঠাঁই॥
দিও দীনে দেখা, যেদিনে হে বাঁকা, দাঁড়াবে শমন আসি।
সেরূপ নিরখি, তারে দিয়ে ফাঁকি, যাব হে ওপদে মিশি॥
জুড়াইবে জ্বালা, মায়ার শৃঙ্খলা, ঘুচিবে এ ভব ভ্রান্তি।
তৃষিত প্রাণের, মিটিবে পিয়াসা, লভিয়া পরম শান্তি॥
আকুল পরাণে, চেয়ে পথ পানে, দিবানিশি বসি কাঁদি।
কোথা প্রেমময়, হও হে উদয়, জুড়াক্ তাপিত হৃদি॥
সংসার খেলনা, দিয়ে এ ছলনা, কেন আর ভগবান।
বুঝিয়াছি সার, তুমি মূলাধার, তুমি হে বিশ্বের প্রাণ॥
তোমা হ'তে হয়, তোমাতেই লয়, তুমি হে সবার গতি।
মহাতাপ ভণে, ওহে বন্ধুগণে, বিভুপদে রাখ মতি॥

গীত।

পূরবী—যৎ।

বুঝ্‌বো তুমি কেমন দয়াল ওহে ভবের কাণ্ডারি,
সেই নিদানে নিজগুণে যদি দাওহে দীনে পদতরি।
ভবে এসে মায়ার বশে ভূতের বোঝা ব'য়ে মরি,
এখন দেখলাম বসে হিসাব কষে নাইক আমার পারের কড়ি।
অসার অর্থের আশে, ঘুরিলাম দেশে দেশে,
ভাবলেম না কি হবে শেষে, আমার উপায় কি হবে হরি।
ভাই বন্ধু স্থত দারা, সঙ্গেত যাবেনা তারা,
তবে কেন আত্মহারা তাদের জন্যে ভেবে মরি।
সময়ে করেছি হেলা, মিছে ভাবনা যাবার বেলা,
তাই সার ভেবে ঐ পদভেলা, আমি বসে আছি যাত্রা করি।

সমাপ্ত।